ইউনিট ৭

মাযহাব

ইসলামী শরীআতের কতক আহকাম (বিধান) কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এতে আল্লাহ ও রাসূলের (স) ইচ্ছা মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য। এ জাতীয় আহকামের দলীলগুলো (আয়াত ও হাদীস) কাতয়ী বা অকাট্য। এ দলীলগুলো একাধিক অর্থও বহন করে না। ফলে এতে ইজতিহাদ ও গবেষণার প্রয়োজন নেই। এছাড়া কতিপয় দলীল আছে যেগুলো পূর্বের মতো নয়, কেননা এগুলো একাধিক অর্থ বহন করে। এক্ষেত্রে শরীআতের বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ফকীহ ও মুজতাহিদ ব্যক্তির ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। ফকীহ ব্যক্তি গবেষণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি অর্থের আলোকে মতামত প্রদান করেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফকীহ ব্যক্তির অনুসৃত মতোকে মাযহাব বলা হয। মাযহাবের অনুসারীদেরকে মুক্কাল্লেদীন অথবা মুত্তাবেয়ীন বলা হয়। নিরক্ষর ও মূর্খ ব্যক্তিরা মাযহাবের তাকলীদ বা অনুকরণ করবে আর আলিমগণ মাযহাবের ইত্তেবা বা অনুসরণ করবে। প্রত্যক মাযহাবের ইমামগণের ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতি রয়েছে। সুতরাং তাদের অনুসৃত মাযহাব ও খুঁটিনাটি বিষয়ে মতোবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। ইসলামে মাত্র চারটি স্বীকৃত মাযহাব রয়েছে যেমন: হানাফী মাযহাব, মালিকী মাযহাব, শাফিঈ মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব। এ চারটি মাযহাব আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান এ চারটি মাযহাবের কোন না কোনটির অনুসরণ করে থাকেন। এ ইউনিটে মাযহাবগুলো আলোচিত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এ ইউনিটকে ৬টি পাঠে ভাগ করেছি।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ

❖ পাঠ-১ : ফিকহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ

❖ পাঠ-২ : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী

❖ পাঠ-৩ : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব

❖ পাঠ-৪ : ইমাম মালিক ও তাঁর মাযহাব

❖ পাঠ-৫ : ইমাম শাফিঈ ও তাঁর মাযহাব

❖ পাঠ-৬ : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর মাযহাব

পাঠ-১

ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ মাযহাবসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইসলামের ৪টি প্রসিদ্ধ মাযহাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন;
- হানাফী মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- মালিকী মাযহাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শাফিঈ মাযহাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

হানাফী মাযহাবের পরিচয়

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবনে ছাবিত। তিনি কুফা নগরীতে ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হি: সালে বাগদাদের কারাগারে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবু হানীফাই সর্বপ্রথম নিয়মতোান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিকহ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন এবং স্বীয় জীবদ্দশায় এর পূর্ণতা দান করেন। তাঁরপর অন্যান্য ফকীহগণ স্ব স্ব ফিকহ সম্পাদন করেন।

ইমাম আবু হানিফা (র) কোন মাসআলার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা হাদীস না পেলে আহকাম প্রণয়নে নিজ রায় (কিয়াস) প্রয়োগ করতেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) কোন মাসআলার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত বা হাদীস না পেলে আহকাম প্রণয়নে নিজ রায় (কিয়াস) প্রয়োগ করতেন। কেননা কুরআন ও হাদীসের দলীল হল সীমিতো সংখ্যক। পক্ষান্তরে, মানব জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলি ও সমস্যা অনেক। অতএব সকল মাসআলার সমাধান সরাসরি দলীল দ্বারা দেয়া অসম্ভব। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তিনি অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাযহাবের ইমামগণের মতো ছিলেন না। তিনি সহীহ হাদীস পেলে তাতে আমল করতেন এবং তার উপর ভিত্তি করে আহকাম বা বিধান প্রণয়নে ইজতিহাদ করতেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) ক্ষেত্র বিশেষে খবরে ওয়াহিদ বাদ দিয়ে কিয়াস অবলম্বন করেছেন। কেনান তাঁর যুগে মিথ্যা হাদীস রটনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর গবেষণা ও ইজতিহাদের মূলনীতি ছিল নিম্নরূপ-

ইমাম আবু হানীফা (র) ফাতওয়া বা মতামত প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন, এমনকি যে সব ঘটনা ও সমস্যা এখনও সৃষ্টি হয়নি সে সব বিষয়েও তিনি ফাতওয়া দিয়ে গেছেন। তিনি ইমাম আযম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এমনকি ইমাম শাফিঈ বলেন, সকল মানুষ ফিকহের ব্যাপারে আবু হানীফার পরিবার।

মাসায়েল গবেষণার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করতেন। কেননা কুরআনই হল, ইসলামী শরীআতের মূল উৎস। কুরআনে দলীল না পেলে তিনি সহীহ ও মাশহুর হাদীসের (সঠিক ও প্রসিদ্ধ হাদীস যা কমপক্ষে ৩জন রাবী বর্ণনা করেছেন) শরণাপন্ন হতেন। তবে খবরে ওয়াহিদ (যে হাদীস ১/২ জন রাবী বর্ণনা করেছেন) গ্রহণ করতে নিম্নের তিনটি শর্ত দিয়েছেন-

১. তা কুরআনের এবং মাশহুর বা প্রসিদ্ধ হাদীসের সঙ্গে যেন সাংঘর্ষিক না হয়;
২. অনুরূপভাবে তা যেন সাহাবীদের আমলের বিপরীত না হয়;
৩. তদ্রূপ খবরে ওয়াহিদের বর্ণনাকারী যেন তার বর্ণিত হাদীসের বিপরীত আমল না করেন।

তিনি ফাতওয়া বা মতামত প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন, এমনকি যে সব ঘটনা ও সমস্যা এখনও সৃষ্টি হয়নি সে সব বিষয়েও তিনি ফাতওয়া দিয়ে গেছেন। ফলে ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি ইমাম আযম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পরবর্তী ইমামগণের কেউ এ সম্মানের অধিকারী ছিলেন না। এমনকি ইমাম শাফিঈ বলেন, সকল মানুষ ফিকহের ব্যাপারে আবু হানীফার পরিবার। (তৃতীয় পাঠে হানাফী মাযহাবের মূলনীতির বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে)

মালিকী মাযহাব

ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম মালিক ইবনে আনাস ইবনে আবু আমের। তিনি ৯৩ হিঃ সালে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিঃ সালে মদীনাতেই ইন্তিকাল করেন।

ইমাম মালিক (র) মদীনায় জন্মগ্রহণের ফলে হাদীস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। কেননা মদীনাই ছিল হাদীসের কেন্দ্রস্থল। তিনি ইমাম নাফে' যায়েদ ইবনে আসলাম, ইবনে শেহাব আযযুহরী, শুরায়িক ইবনে আবদুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান প্রমুখ ইমামগণের নিকট ইলমুল হাদীস শিক্ষা করেন। অবশ্য তাঁর প্রথম শ্রেণীর উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন, রবীয়াহ ইবনে আবদুর রহমান, যিনি ছিলেন আহলুর রায় এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিকের মধ্যে হাদীস ও কিয়াস উভয়ের সমন্বয় ছিল। তাঁর প্রণীত মাসায়েলের মধ্যে যেমনভাবে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ছিল, তদ্রূপ তিনি প্রয়োজন বোধে কিয়াস, ইসতিহসান (উত্তম চিন্তা বা মতামত), ইসতিসহাব (প্রত্যেক বিষয়ের মূল অবস্থা) ও উরফ (প্রচলিত প্রথা) প্রয়োগ করেছেন।

ইমাম মালিকের প্রণীত মাসায়েলের মধ্যে যেমনভাবে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ছিল, তদ্রূপ তিনি প্রয়োজন বোধে কিয়াস, ইসতিহসান (উত্তম চিন্তা বা মতামত), ইসতিসহাব (প্রত্যেক বিষয়ের মূল অবস্থা) ও উরফ (প্রচলিত প্রথা) প্রয়োগ করেছেন।

মালিকী মাযহাবের উসূল বা মূলনীতি

ইমাম মালিক (র) শরীআতের বিধানাবলি গবেষণার ক্ষেত্রে কতগুলো মূলনীতি গ্রহণ করেছেন যা নিম্নরূপ-

১. **আল কুরআন :** ইমাম মালিক মাসয়ালা গবেষণার ব্যাপারে সর্বপ্রথম কুরআন হতে দলীল নিতেন। কেননা কুরআনই হল ইসলামী শরীআতের মূল উৎস।

২. **সুন্নাহ :** যে সব বিষয়ের দলীল সরাসরি কুরআনে নেই, তিনি সে সব বিষয়ের দলীল সুন্নাহ হতে নিতেন। অবশ্য তিনি ইমাম আবু হানীফার মতো হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে এতেঠ কঠিন শর্তারোপ করেননি। তিনি কিয়াসকে খবরে ওয়াহিদের উপর প্রাধান্য দিতেন না। অবশ্য খবরে ওয়াহিদের বেলায় তাঁর আরোপিত শর্ত ছিল যেন, তা মদীনাবাসীদের আমলের বিপরীত না হয়। তার নিকট হাদীসে মুরসাল দলীল হিসেবে গণ্য হতো। হিজাযবাসীদের বর্ণিত হাদীস তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণ যোগ্য ছিল।

৩. **ইজমা :** ইমাম মালিক ইজমায়ে উম্মতের বা উম্মতের ঐকমত্যের উপর নির্ভর করতেন, কারণ ইজমার ব্যাপারে কারো দ্বিমতো নেই।

৪. **কিয়াস :** কোন বিষয়ের দলীল কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে না পাওয়া গেলে তিনি কিয়াসের আশ্রয় নিতেন।

৫. **মদীনাবাসীদের আমল বা ক্রিয়াকর্ম :** তাঁর মতে মদীনাবাসীদের আমল প্রায় রাসূলের (স) পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার সমপর্যায়ের। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ মদীনাবাসীদের আমল দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।

৬. **সাহাবীগণের উক্তি :** তাঁর নিকট সাহাবীগণের আমল কিয়াসের চেয়ে অধিকতর গ্রহণীয়।

৭. **ইসতিহসান :** কিয়াসে জলী বা প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীত উত্তম চিন্তা ও মতামতকে ইসতিহসান বা কিয়াসে খফী বলা হয়। এ ছাড়া তিনি ইস্তিসহাব (প্রত্যেক বিষয়ের মূল অবস্থা) এবং মাসালেহ মুরসালা (ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তাকে)ও দলীল হিসেবে ব্যবহার করতেন।

ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ পাঠ করলে তাঁর মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়া যায়।

ইমাম শাফিঈর দু'টি মাযহাব রয়েছে। কাদীম (পুরাতন) মাযহাব ও জাদীদ (নতুন) মাযহাব। ইরাকে যে সব বিধানাবলি গবেষণা করেন তা হলো পুরাতন মাযহাব। আর মিসরে যে সব বিধানাবলি গবেষণার মাধ্যমে প্রণয়ন করেন তা নতুন মাযহাব নামে খ্যাত। মিসরে ফিকহর উপর তাঁর পূর্ণাঙ্গতা আসে।

শাফিঈ মাযহাব

শাফিঈ মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফিঈ আল-কোরেশী এ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৫০ হিঃ সালে ফিলিস্তীনের গাজায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিঃ সালে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

ইমাম শাফিঈর দুইটি মাযহাব রয়েছে। কাদীম (পুরাতন) মাযহাব ও জাদীদ (নতুন) মাযহাব। ইরাকে যে সব বিধানাবলি গবেষণা করেন তা হলো পুরাতন মাযহাব। আর মিসরে যে সব বিধানাবলি গবেষণার

মাধ্যমে প্রণয়ন করেন তা নতুন মাযহাব নামে খ্যাত। মিসরে ফিকহর উপর তাঁর পূর্ণাঙ্গতা আসে।

তিনি মাসআলা গবেষণার ব্যাপারে মধ্যমপন্থী ছিলেন। কট্টর আহলুল হাদীসের মতো কিয়াসকে একেবারে ছুঁড়েও ফেলতেন না। আবার কুরআন হাদীসের দলীল বাদ দিয়ে শুধু কিয়াসের উপরও নির্ভর করতেন না।

শাফিঈ মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম শাফিঈ (র) মাযহাবকে কতিপয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যদি কুরআন ও সুন্নাহ হতে কোন বিষয়ে সরাসরি আয়াত বা হাদীস না পাওয়া যেত তবে ইজমায়ে উম্মত তথা উম্মতের ঐকমত্যের উপর আমল করতেন।

ইমাম শাফিঈ (র) মাযহাবকে কতিপয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যদি কুরআন ও সুন্নাহ হতে কোন বিষয়ে সরাসরি আয়াত বা হাদীস না পাওয়া যেত তবে ইজমায়ে উম্মত তথা উম্মতের ঐকমত্যের উপর আমল করতেন। অবশ্য তিনি মাসআলা গবেষণার ব্যাপার খবরে ওয়াহিদকে (১/২ জন রাবীর বর্ণনাকৃত হাদীস) গুরুত্ব দিতেন। কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে কোন বিষয়ের দলীল না পাওয়া গেলে তিনি কিয়াস প্রয়োগ করতেন। অবশ্য সে কিয়াসের স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ হতে দীলল থাকা আবশ্যক ছিল। এছাড়া ইসতিহসান (উত্তম চিন্তা ও মতামত) তাঁর নিকট দলীল হিসেবে গৃহীত হতো না। সাহাবীদের ফাতওয়াও তাঁর নিকট দলীল হিসেবে গৃহীত হতো।

শাফিঈ মাযহাবের উল্লিখিত মূলনীতি দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শাফিঈ মাযহাবে শরীআতের দলীলের সাথে সঠিক কিয়াসের সমন্বয় ঘটেছে।

হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)। তিনি ১৬৪ হি. সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৪১ হি. সালে ইন্তিকাল করেন। ইমাম আহমদ প্রকৃত পক্ষে একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। ফিকহর চেয়ে হাদীসেই তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। যে সব বিষয়ে তিনি হাদীস পেতেন না সে বিষয়ে ফাতওয়া দেয়া অপছন্দ মনে করতেন। এমন কি তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব 'আলমুসনাদ'কেও ফিকহ ভিত্তিক অধ্যায়ে প্রণয়ন করেননি। বরং সনদ ভিত্তিক অধ্যায়ে প্রণয়ন করেন।

হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম আহমদের ইজতিহাদ ইমাম শাফিঈর সমপর্যায়ের ছিল। কেননা তিনি ইমাম শাফিঈর নিকট ফিকহ শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযীয়া ইমাম আহমাদ (র) সম্পর্কে বলেন, তাঁর (আহমাদের) ফাতওয়া পাঁচটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ-

১. নুসূস : কুরআন এবং রাসূল (স) হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি কুরআন ও হাদীস মোতাবেক ফাতওয়া দিতেন। এতে কারো বিরোধিতার পরোয়া করতেন না। বিশুদ্ধ হাদীসের উপর তিনি কিয়াস বা রায়কে প্রাধান্য দিতেন না।

২. সাহাবীগণের ফাতওয়া : কোন সাহাবীর ফাতওয়া পেলে তাঁর উপর ভিত্তি করে তিনি ফাতওয়া দিতেন, যদি ঐ সাহাবীর ফাতওয়ায় অন্যান্য সাহাবীদের ভিন্নমতো না থাকত। আর তিনি একথাও বলতেন না যে, এ ফাতওয়ার উপর ইজমা (ঐকমত্যে) হয়েছে। এ ছাড়া সাহাবীগণের ফাতওয়ার উপর তিনি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন না।

৩. সাহাবীগণের ফাতওয়ায় মতোবিরোধ থাকলে, যার ফাতওয়া কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হতো, তার উপর ভিত্তি করে ফাতওয়া দিতেন। যদি তাদের কারো উক্তি কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক না হতো, তবে তিনি তাদের কথা উদ্ধৃত করতেন। কিন্তু কোনোটির উপর জোরালোভাবে ফাতওয়া দিতেন না।

৪. হাদীসে মুরসাল তিনি গ্রহণ করতেন, যদি কোন বিষয়ের উপর বিশুদ্ধ হাদীস না পেতেন। কেননা তাঁর মতে মুরসাল ও দুর্বল হাদীস কিয়াস অপেক্ষা শ্রেয়।

৫. কিয়াস : কোনো বিষয়ে দুর্বল হাদীস বা সাহাবীদের উক্তি না পেলে তিনি প্রয়োজনবোধে কিয়াস প্রয়োগ করতেন। কোনো মাসআলার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী দলীল পেলে তিনি ঐ বিষয়ে ফাতওয়া বা মতো প্রকাশ থেকে বিরত থাকতেন।

ভৌগোলিক ভিত্তিতে চার মাযহাবের বর্তমান অবস্থা

আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত উল্লেখিত চার মাযহাব মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। কোনো দেশে মাযহাব চতুষ্টয়ের শুধু একটি মাযহাবের আধিক্য দেখা যায়। আবার কোনো দেশে একাধিক মাযহাব পাওয়া যায়। ভৌগোলিক সীমারেখা হিসেবে বিভিন্ন দেশে মাযহাবগুলোর অবস্থা নিম্নরূপ :

১. মরক্কোতে শুধু মালিকী মাযহাবই বিদ্যমান। আলজিয়ার্স, তিউনিসীয়া ও পশ্চিম ত্রিপোলীতে মালিকী মাযহাবের আধিক্য দেখা যায়। এ সব দেশে মালিকী মাযহাব ছাড়া অপর কোন মাযহাব নেই বললেই চলে। তবে তিউনিশিয়ায় কিছু সংখ্যক লোক হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তারা হলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত।

২. মিসরে সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে রয়েছে যথাক্রমে শাফিঈ, মালিকী, হানাফী মাযহাবের লোক। অবশ্য ফাতওয়া ও বিচার কার্যে হানাফী মাযহাবকেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

৩. সুদানের বেশির ভাগ লোক মালিকী মাযহাবের অনুসারী। আর সেখানে বিচার কার্য ও ফাতওয়া প্রদানে মালিকী মাযহাবকেই অনুসরণ করা হয়।

৪. সিরিয়া ও ইরাকের অধিকাংশ লোক হানাফী।

৫. ফিলিস্তীনের অধিকাংশ লোক শাফিঈ মাযহাবভুক্ত।

৬. তুর্কীস্তান ও আরমেনিয়া এবং বলকান অঞ্চলের সব লোকই হানাফী।

৭. কুর্দিস্তান ও আরমেনিয়ার বেশীরভাগ লোক শাফিঈ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত।

৮. ইরানের সুন্নীদের বেশির ভাগ লোক শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। আর সামান্য সংখ্যক হানাফী। অবশ্য ইরানের অধিবাসীদের বেশির ভাগই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

৯. আফগানিস্তানের সকল অধিবাসীই হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

১০. কুকাজ অঞ্চলের বেশির ভাগ লোক হানাফী।

১১. ভারতের মুসলমানদের বেশির ভাগ লোক হানাফী। অবশ্য আহলে হাদীসও রয়েছে।

১২. পাকিস্তান ও বাংলাদেশের লোকসংখ্যার সিংহভাগই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তবে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীসও আছে।

১৩. ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ লোক শাফিঈ মাযহাবভুক্ত।

১৪. ব্রাজিলের মুসলমানদের অধিকাংশ লোক হানাফী মাযহাবভুক্ত।

১৫. সৌদি আরবে চার মাযহাবের লোকই কম বেশি দেখা যায়। তবে সেখানে হাম্বলিদের সংখ্যা বেশি। আর গোটা সৌদি আরবে ফাতওয়া ও বিচার কার্যে হাম্বলী মাযহাব অনুসৃত হয়। সেখানকার নাজদবাসীদের সকলেই হাম্বলী। আছীরের অধিকাংশ লোক শাফিঈ। অবশ্য হিজাযের বিভিন্ন শহরে হানাফী ও মালিকী মাযহাবভুক্ত লোকও পাওয়া যায়।

১৬. ওমানে শাফিঈ ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের লোক পাওয়া যায়। তবে সেখানকার অধিকাংশ লোক এবাজী সম্প্রদায়ভুক্ত। আর এবাজী মাযহাবই রাষ্ট্রীয় মাযহাব।

১৭. কাতার, বাহরাইন, কুয়েতের অধিকাংশ লোক মালিকী মাযহাবভুক্ত। অবশ্য সেখানে কিছু লোক হাম্বলীও আছে।

১৮. ইয়েমেনের উত্তর ও দক্ষিণভাগ মিলিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের অধিকংশ লোক শিয়া যায়দী মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। এ মাযহাবের আকীদা প্রায় আহলুস সুন্নাহর আকীদার কাছাকাছি। অবশ্য সেখানে শাফিঈ ও হানাফী মাযহাবভুক্ত লোকও রয়েছে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইসলামে স্বীকৃত ও শ্রেষ্ঠ মাযহাবের সংখ্যা-

ক. ২টি খ. ৪টি
গ. অগণিত ঘ. একাধিক।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) কোনো মাসআলায় কুরআন ও সহীহ হাদীস না পেলে সেক্ষেত্রে-

ক. কিয়াস প্রয়োগ করতেন। খ. দুর্বল হাদীসের আলোকে মতামত দিতেন
গ. তাবিঈদের মতামত গ্রহণ করতেন ঘ. কোন মতামত দিতেন না।

৩. ইমাম মালিক ইমাম আবু হানীফা থেকে কত বছরের ছোট ছিলেন-

ক. ১০ বছরের খ. ১৩ বছরের
গ. ২৩ বছরের ঘ. ৩ বছরের।

৪. কোন ইমামের নিকট মদীনাবাসীদের আমল দলীল হিসেবে গণ্য হতো?

ক. ইমাম আবু হানীফা খ. ইমাম মালিক
গ. ইমাম শাফিঈ ঘ. ইমাম আবু ইউসুফ

৫. ইমাম শাফিঈর মাযহাবের দু'টি নাম-

ক. নতুন ও পুরাতন মাযহাব খ. আধুনিক ও প্রাচীন মাযহাব
গ. সঠিক ও ভুল মাযহাব ঘ. সহজ ও কঠিন মাযহাব।

৬. ইমাম শাফিঈ ফাতওয়াদানের ব্যাপারে

ক. কট্টরপন্থী ছিলেন খ. শিথিলতা প্রদর্শন করতেন
গ. মধ্যমপন্থী ছিলেন ঘ. শুধু কুরআনের উপর নির্ভর করতেন।

৭. ইমাম আহমদ কোনো মাসআলায় পরস্পর বিরোধী দলীল পেলে-

ক. কিয়াসের আশ্রয় নিতেন খ. যে কোনো একটি দলীল গ্রহণ করতেন
গ. ফাতওয়া দানে বিরত থাকতেন ঘ. অন্য ইমামের অনুসরণ করতেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. হানাফী মাযহাবের মূলনীতিগুলো লিখুন।
২. মালিকী মাযহাবের মূলনীতিগুলো লিখুন।
৩. শাফিঈ মাযহাবের মুলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতিগুলো বর্ণনা করুন।
৫. সকল মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সাল উল্লেখ করুন।
৬. ইমাম শাফিঈ (র) মতামত প্রদানের ব্যাপারে কোন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন? লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।
২. ভৌগোলিক ভিত্তিতে চার মাযহাবের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করুন।

পাঠ-২

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কে কতিপয় আলিমের অভিমতো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- সত্য ও ন্যায়ের পথে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ধৈর্য ও মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) ৮০ হি: সালে কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম নুমান। পিতার নাম ছাবিত। তাঁর উপনাম হল আবু হানীফা। প্রথমত তিনি কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং কালামশাস্ত্রবিদদের সাথে বিভিন্ন যুক্তি তর্কে লিপ্ত হন। পরবর্তীতে তিনি কালামশাস্ত্র ত্যাগ করেন এবং শরীআতী ইলম ও ফিক্‌হ ইত্যাদির জ্ঞান আহরণে মনোনিবেশ করেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইমাম আবু হানীফা (র) ৮০ হি: সালে কুফা নগরীতে খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি ৬১ হি: সালে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। তাঁর প্রকৃত নাম নুমান। পিতার নাম ছাবিত। তিনি পারস্যের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে ছাবিত, শৈশবকালে আলীর (রা) সান্নিধ্যে গমন করেন। অতঃপর আলী (রা) তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের জন্য দোয়া করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি আরব বংশোদ্ভুত। কিন্তু মূলত: তিনি ছিলেন ফার্সী বংশোদ্ভুত।

তাঁর উপনাম হল আবু হানীফা। এ উপনামে তাঁর খ্যাতি লাভের কারণ হল, তিনি লেখার সময় সর্বদা একটি দোয়াত ব্যবহার করতেন। তৎকালে ইরাকী ভাষায় দোয়াতকে হানীফা বলা হতো। তাই তাঁর উপনাম হয় আবু হানীফা। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর একটি মেয়ে ছিল যার নাম ছিল হানীফা। কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ তাঁর একটি মাত্র সন্তান হাম্মাদ ছাড়া আর কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁকে আবু হানীফা উপনাম করণের কারণ হচ্ছে, তিনি সত্য ধর্মের প্রতি অত্যধিক নিবেদিত ছিলেন। হানীফা মানে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও নিবেদিত।

শিক্ষা জীবন

ইমাম আবু হানীফা (র) কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং কুফায় লালিত পালিত হন। আবু হানীফার শৈশবকালে তাঁকে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার কেউ ছিল না। তাই তিনি প্রথমে ব্যবসায় লিপ্ত হন। কিন্তু ইমাম শাবী তাঁর মধ্যে প্রখর মেধা শক্তি দেখে তাঁকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিতো করেন। তখন থেকে তিনি বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমতো তিনি কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কালাম শাস্ত্রবিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। অতঃপর তিনি বসরায় গমন করেন এবং তথায় কালাম শাস্ত্রবিদদের সাথে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি তর্কে লিপ্ত হন। তৎকালে কালাম শাস্ত্রকে অধিক মূল্য দেয়া হতো এবং তাকে উসুলুদ্দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হতো।

কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর মনে এ অনুভূতি জাগে যে, সাহাবী ও তাবিঈগণের কেউ কালাম শাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাননি, যদিও কালামশাস্ত্রে তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বরং তাঁদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করা হয়েছে। আর তাঁরা ইলমে শরীআহ, ফিকহ ও মানুষকে শিক্ষাদান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তখন তিনি কালামশাস্ত্র ত্যাগ করেন এবং শরীআতী ইলম ও ফিক্‌হ ইত্যাদির জ্ঞান আহরণে মনোনিবেশ করেন।

তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শায়খ হাম্মাদের শিক্ষা মজলিসের এককোণে বসতেন। হাম্মাদ ছাত্রদেরকে যা পড়াতেন তিনি তা সবই মুখস্থ করে ফেলতেন। আর হাম্মাদের ছাত্রদের ভুল সংশোধন করে দিতেন। তাঁরপর শায়খ হাম্মাদ তাঁকে মজলিসের মধ্যবর্তী স্থানে এবং তাঁর সম্মুখে বসতে দন। এভাবে সুদীর্ঘ ১০ বছর তিনি শায়খ হাম্মাদের নিকটতম ছাত্র হিসেবে কাটান। অতঃপর শায়খ হাম্মাদ শুধু ছাত্রদের দিয়ে শিক্ষা মজলিস গড়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। ঠিক এ সময় তাঁর উস্তাদ হাম্মাদের দূরবর্তী কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মাল আনার জন্য তিনি তথায় গমন করেন। ভ্রমণের প্রাক্কালে তিনি আবু হানীফাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। দু'মাস যাবৎ তিনি শায়খ হাম্মাদের মজলিসে দারস দিতে থাকেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর নিকট ৬০টি মাসআলার ফাতওয়া চাওয়া হয়। সেগুলো সম্পর্কে তিনি ইতঃপূর্বে শায়খ হাম্মাদের মুখে কিছু শুনেননি। তিনি এ গুলোর ফাতওয়া প্রদান করেন। শায়খ হাম্মাদের প্রত্যাবর্তনের পর ঐ মাসআলাগুলো তাঁর সম্মুখে পেশ করা হলে তিনি ঐ ফাতওয়াগুলোর ৪০টি আবু হানীফার স্বপক্ষে রায় দেন এবং বাকী ২০টির সাথে তাঁর মতোবিরোধ হয়।

তখন আবু হানীফা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, শায়খ হাম্মাদের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর ছাত্র হিসেবেই থাকবেন।

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানীফা (র) ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করার পূর্বে বিভিন্ন ইলম -এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেন। তিনি দেখলেন, কালাম শাস্ত্র চর্চার পরিণাম শুভ নয়। কারণ মানুষ এটাকে খারাপ চোখে দেখে।

সাহিত্যে ও কবিতা চর্চা ও এর শিক্ষা দানও ততটা ফলদায়ক নয়। কারণ এতে সত্য-মিথ্যা জড়িয়ে যায়। হাদীস চর্চা ও এর শিক্ষাদানে অধিক সময়ের প্রয়োজন, যাতে মানুষের জীবন বিলিন হতে পারে। আবার এতে তাঁকে কম স্মৃতিশক্তি ইত্যাদির কারণে কেউ মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে, যাতে কিয়ামতো পর্যন্ত তার আদালত বা বিশ্বস্ততা বিপন্নও হতে পারে।

সর্বশেষ তিনি ইলমে ফিকহ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা শুরু করলেন। তিনি বলেন, আমি যতই বেশি করে ফিকহ চর্চা করতে শুরু করলাম, ততই মধুর মনে হল। আর দেখলাম, ফিকহ ছাড়া ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং আমি ফিকহ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করলাম। অতঃপর তিনি ফিকহ শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। অল্পদিনের মধ্যে ফকীহ হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মাসআলা গবেষণার ব্যাপারে কিয়াস ও ইজতিহাদ অধিকহারে প্রয়োগ করতেন। অবশ্য তা সর্বত্রে নয়। বরং যে সব ব্যাপারে তিনি কুরআন-সুন্নাহ হতে দলীল পেতেন না, তাতেই শুধু কিয়াস ও ইজতিহাদ করতেন।

তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। রাজা-প্রজা সকলেই তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন। একদা তিনি খলীফা মনসুরের নিকট প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট ঈসা ইবনে মূসা উপস্থিত ছিলেন। ঈসা বললেন, আবু হানীফা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম বা জ্ঞানী। অতঃপর মনসুর বললেন, হে আবু হানীফা, আপনি কোন উস্তাদের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করেছেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, ওমরের (রা) শিস্যদের থেকে ওমরের ইলম শিখেছি এবং আলীর (রা) শিষ্যদের থেকে আলীর (রা) ইলম শিক্ষা করেছি। তখন খলীফা বললেন, এ জন্যই আপনার ইলমের ভিত্তি এতেঠ শক্ত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর উস্তাদ শায়খ হাম্মাদের ইন্তিকালের পর (১০৯হি:) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শুধু ফিকহ শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন না বরং তিনি তাফসীর, হাদীস, ইলমুল কালাম, হিকমতো, সাহিত্যে ও অন্যান্য বিষয়েও মহাপণ্ডিত ছিলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, আমি হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফার চেয়ে অধিকতর পণ্ডিত কাউকে দেখিনি। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেন, কুফায় আবু হানীফাই ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি আমাকে হাদীস শিক্ষার মজলিসে বসান।

ইমাম আবু হানীফা (র) শুধু ফিকহ্ শাস্ত্রেই পণ্ডিত ছিলেন না, বরং তিনি তাফসীর, হাদীস, ইলমুল কালাম, হিকমত, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়েও মহাপণ্ডিত

শিক্ষকমণ্ডলী

ইমাম আবু হানীফার শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন, হাম্মাদ, আতা, ইকরামা, নাফে, ইমাম জাফর সাদিক ও যায়িদ ইবনে আলী প্রমুখ। অবশ্য এদের ছাড়াও তাঁর আরো বহু উস্তাদ ছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-হায়ছামী আল-মাক্কী বলেন, ইমাম আবু হানীফার অসংখ্য শিক্ষক রয়েছেন। ইমাম আবু হাফস আল-কবীর বলেন, ইমাম আবু হানীফার চার হাজার শিক্ষক রয়েছেন। আবার কেউ বলেন, শুধু তাবিঈদের মধ্যে তাঁর চার হাজার শিক্ষক রয়েছেন, এর পরের স্তর তথা তাবি তাবিঈন এর তো কথাই নেই। তৎকালে কুফা নগরী স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রাণকেন্দ্র ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছিলেন কুফা নগরিতে শরীআতের স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রবক্তা। স্বাধীন মতামত প্রকাশের মূল নায়ক। স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে উমরের (রা) বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ফিকহ শাস্ত্রের জন্য গৌরব স্বরূপ। শেষ পর্যন্ত আহলুর রায় বা স্বাধীন মতামত পোষণকারীদের নেতৃত্ব ইমাম আবু হানীফার কাছে গিয়ে পৌঁছে।

ইমাম আবু হানিফার ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন- ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ

শায়খ হাম্মাদের মৃত্যুর পর ইমাম আবু হানীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর শায়খ এর স্থানে কুফার মসজিদে বসে মানুষকে ইলম শিক্ষা দিতেন এবং ফাতওয়া প্রদান করতেন। তাঁর নিকট বহু ছাত্রের সমাগম হতে থাকে। এদের অন্যতম ছিলেন, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ প্রমুখ। এরাই পরবর্তীতে ইমাম আবু হানীফার (র) মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফের দ্বারা হানাফী মাযহাবের অধিক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

শিক্ষকতা ও ফাতওয়াদান

ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ শায়খ হাম্মাদের ইন্তিকালের পর কুফাবাসী প্রথমে তাঁর পুত্রকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল তিনি তাঁর পিতার মতো পণ্ডিত ব্যক্তি নন। তিনি

কালামশাস্ত্র ও আরবী ব্যাকরণ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না। তখন কুফাবাসী পুনরায় ইমাম আবু হানীফাকে তাদের উস্তাদ হিসেবে বেছে নেন। তিনি ইলমে দীনের সকল ক্ষেত্রেই গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তার নিকট শিক্ষার্থীরা ভীড় জমাতে থাকে। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাদের শিক্ষা দিতে থাকেন। আর তাঁদের বিভিন্ন মাসআলার ফাতওয়া দিতে থাকেন। অতঃপর তার অধীনে দলে দলে ছাত্র শিক্ষা লাভ করতে থাকে এবং পরবর্তীতে তারা ইলমে দীনের ইমাম হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার প্রমুখ। এমনিভাবে ইমাম আবু হানীফার সুখ্যাতি বাড়তে থাকে এবং মসজিদে তার শিক্ষা মজলিসই সর্ববৃহৎ মজলিস হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। অতঃপর সকল লোকের দৃষ্টি তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়। আমীর-উমারা ও খলীফাগণ তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন। তিনি এমন কঠিন সমস্যার সমাধান দিতেন এবং ফাতওয়া প্রদান করতেন যা অন্যান্যদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এতেঠদসত্ত্বেও তাঁর বহু প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধবাদী দাঁড়িয়ে যায়। এটা আল্লাহর সৃষ্টির চিরাচরিত নিয়ম যা মানুষের মধ্যে চলতেই থাকবে। তাঁর অনুসৃত নীতি ও ফাতওয়ার সমষ্টিই হল হানাফী মাযহাব। এ মাযহাবই সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব। মুসলিম বিশ্বে এ মাযহাবের অনুসারী সংখ্যা সর্বাধিক।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য

১. ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবীকে দেখেছেন। রাসূল (স) বলেন, ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যে আমাকে দেখেছে অথবা আমাকে যে দেখেছে তাঁকে দেখেছে। অত্র হাদীসে সাহাবী ও তাবিঈ যুগের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) একজন তাবিঈ ছিলেন।

২. তিনি মহানবীর (স) ঘোষিত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। যে শতাব্দীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলের (স) হাদীস রয়েছে خير القرون قرنى 'সর্বোত্তম শতাব্দী হল আমার শতাব্দী'।

৩. তিনি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। একদা তিনি খলীফা মানসুরের নিকট গমন করেন। তখন তাঁর নিকট ঈসা ইবনে মূসা উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! বর্তমান বিশ্বে আবু হানীফাই সর্বাপেক্ষা বড় আলিম। খলীফা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, উমরের (রা) ছাত্রদের থেকে উমরের ইলম, আলীর ছাত্রদের থেকে আলীর ইলম এবং ইবনে মাসউদ (রা)-এর ছাত্রদের থেকে ইবনে মাসউদের ইলম। তখন খলীফা বললেন, আপনি এ জন্যই এত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছেন।

৪. তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইলমে ফিকহকে পুস্তক আকারে সংকলন করেন যাতে তিনি ফিকহকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আকারে বিন্যাস করেন, যা আজ পর্যন্ত অবিকলই রয়ে গেছে। পরবর্তীতে ইমাম মালিক তাঁর প্রণীত 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পূর্বে মানুষ ইলম সংরক্ষণ করতে গিয়ে শুধু হিফয বা স্মৃতি শক্তির উপরই নির্ভর করতেন।

৫. তিনি তাবিঈদের যুগেই ইজতিহাদ ও ফাতওয়াদান শুরু করেন, যা চার মাযহাবের কোন ইমামের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৬. তিনি আল্লাহর রাস্তায় তাঁর নিজস্ব আয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রচুর পরিমাণ দান-খয়রাত করতেন।

৭. তিনি রাজা বাদশাহদের উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।

৮. তিনি বন্দিশালায় নিপীড়িত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবু হানীফার প্রশংসায় আলিম সমাজ

একদা ইমাম মালিককে প্রশ্ন করা হল, আপনি কি আবু হানীফাকে দেখেছেন? তদুত্তরে ইমাম মালিক বললেন, হ্যাঁ আমি আবু হানীফা নামে এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তিনি যদি এই স্তম্ভটিকে স্বর্ণ নির্মিত বলে দাবি করেন, তবে তিনি এটাকে দলীলের সাহায্যে স্বর্ণানির্মিত স্তম্ভ হিসেবেই প্রমাণ করতে পারবেন।

ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) যদি কোন স্তম্ভকে স্বর্ণ নির্মিত বলে দাবি করেন, তবে তিনি এটাকে দলীলের সাহায্যে স্বর্ণানির্মিত স্তম্ভ হিসেবেই প্রমাণ করতে পারবেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফার পরিবারভুক্ত। আমি আবু হানীফার চেয়ে কাউকে অধিক বড় ফকীহ হিসেবে জানি না।

ইবনুল মুবারক বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ ছিলেন। আমি তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ দেখিনি। তিনি আরো বলেন, ইমাম আবু হানীফা হলেন, ইলমের মগজ। তিনি ছাড়া অনুসরণ যোগ্য আর কেউ নেই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) ছিলেন অত্যন্ত মুত্তাকী। আর তিনি ইহকালের উপর পরকালকে এতেঠই প্রাধান্য দিতেন যা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। মনসুর তাকে কাযীর পদ গ্রহণের জন্য কোড়া মারতেন। এতেঠদসত্ত্বেও তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাঁর উপর রহমতো বর্ষণ করুন।

মাক্কী ইবনে ইবরাহীম বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর সময়কালে সর্বাপেক্ষা বড় আলিম ছিলেন।

ঈসা ইবনে ইউনুস বলেন, তোমরা এমন লোককে বিশ্বাস করো না যে ইমাম আবু হানীফার (র) বিরূপ সমালোচনা করে।

খারিজা বলেন, চার ব্যক্তি পবিত্র কাবা ঘরের মধ্যে কুরআন খতম করেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম আবু হানীফা (র)।

তাকওয়া

ইমাম আবু হানীফা (র) তাকওয়া ও খোদাভীতিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ছিলেন। ইবনুল মুবারক বলেন, একদা আমি কুফায় প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, এদেশে সর্বাপেক্ষা খোদাভীরু ব্যক্তি কে? তখন কুফার অধিবাসীগণ বললেন, ইমাম আবু হানীফা (র)।

ইমাম আবু হানীফা (র) অত্যন্ত মুত্তাকী ছিলেন। হারাম কাজ কর্ম থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। এমনকি হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে বহু হালাল বস্তুও ত্যাগ করতেন।

মাক্কী ইবনে ইবরাহীম বললেন, ইমাম আবু হানীফা (র) অত্যন্ত মুত্তাকী ছিলেন। হারাম কাজ কর্ম থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। এমনকি হারামে পতিত হওয়ার ভয়ে বহু হালাল বস্তুও ত্যাগ করতেন। এমন কোন ফকীহ দেখিনি, যিনি আবু হানীফার মতো তাঁর আত্মা ও ইলমকে বাঁচাবার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর সর্বপ্রকার কাজ ও সংগ্রাম কবরের জন্যই ছিল। অর্থাৎ পরকালের জন্যই তিনি সকল কাজ করতেন।

ইয়াযীদ ইবনে হারুন (র) বলেন, আমি এক হাজার শায়খ থেকে লেখাপড়া শিখেছি, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতো মুত্তাকী কাউকে দেখিনি।

হাসান ইবনে সালিহ (র) বলেন, আল্লাহর শপথ ইমাম আবু হানীফা (র) কখনো কোন রাজা- বাদশার উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। তিনি একদা তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদারকে কাপড়ের গাঁট বিক্রি করতে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তার মধ্যে একখানা কাপড় ত্রুটিযুক্ত। কিন্তু তাঁর সহকর্মী কাপড় বিক্রয়ের সময় ত্রুটিযুক্ত কাপড়টির কথা বলতে ভুলে গেলেন। বহু খোঁজ করেও ক্রেতাকে পাওয়া গেল না। তখন তিনি ঐ সমুদয় বিক্রয় লব্ধ কাপড়ের অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন। ঐ অর্থের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার দিরহাম। অতঃপর তিনি তাঁর অংশীদার থেকে পৃথক হয়ে যান।

সত্য ও ন্যায়ের পথে তাঁর ধৈর্য ও ইনতিকাল

ইমাম আবু হানীফা (স) সত্য ও ন্যায়ের প্রচারে অত্যন্ত নির্ভীক ছিলেন। এ জন্য তাঁকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ইরাকে মারোয়ানের গভর্নর ইয়াযীদ ইবনে হুরায়রা ইবনে ওমর ইমাম আবু হানীফাকে কুফার কাযী (বিচারক) নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) এতে অস্বীকৃতি জানান। তখন ইয়াযীদ তাঁকে রোজ দশটি করে মোট একশত দশটি কোড়া লাগাবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাতেও ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর অসম্মতির উপর অটল থাকেন।

খলীফা মানসুর তাঁকে কুফা হতে বাগদাদে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন; কিন্তু তিনি এতে অসম্মতি জানান। মানসুর শপথ করলেন, ইমাম সাহেবকে অবশ্যই প্রধান বিচারক পদে নিয়োগ করবেন। অপরপক্ষে ইমাম সাহেবও শপথ করলেন, তিনি কখনো এ পদ গ্রহণ করবেন না। তখন খলীফার দেহরক্ষী তাঁকে বললেন, খলীফা শপথ করে বলছেন: আপনাকেই বিচারপতি নিয়োগ করবেন। তদুত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, শপথের কাফ্ফারা দেওয়া আমার চেয়ে খলিফার জন্য সহজ হবে। তখন খলিফা তাঁকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর মানসুর তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনি প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করুন। ইমাম সাহেব বললেন, আমি এর উপযুক্ত নই। খলীফা বললেন, আপনি মিথ্যা বলেছন। কেননা আপনিই এ পদের উপযুক্ত। তখন ইমাম সাহেব বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কথায়ই আপনি পরাজিত হয়েছেন। কারণ আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে কিভাবে আপনি একজন মিথ্যাবাদীকে মুসলিম বিশ্বের প্রধান বিচারক নিয়োগ করবেন? অতঃপর খলীফা তাঁকে কারাগারে নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে প্রত্যহ দশটি কোড়া লাগাতে বললেন। খলীফার নির্দেশে তাকে রোজ দশটি কোড়া লাগানো হতো। কিন্তু তিনি তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপনে অবিচল রইলেন। একদা তাঁকে এমন কঠিনভাবে মারা হলো যে, তাঁর সর্বশরীর রক্তে রঞ্জিত হল। তবুও তিনি তাঁর কথায় অটল রইলেন। এভাবে তাঁকে দশদিন কোড়া লাগানো হল। এমনকি কারাগারে তাঁকে পানাহারে কষ্ট দেওয়া হল। দশদিন কোড়া লাগানোর পর তিনি আল্লাহর দরবারে মিনতি স্বরে কাঁদলেন এবং দোয়া করলেন। এর পাঁচদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। বর্ণিত আছে, কারাগারে তার হাতে একটি পেয়ালা দেয়া হয়, যাতে বিষ ছিল। কিন্তু তিনি তা হাতে নিয়ে বললেন, আমি অবশ্যই জানি, এ পেয়ালার মধ্যে কী আছে। তবে আমি আমার হত্যোর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি না। এ কথা বলে বিষের পেয়ালা ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর তাঁর মুখে জোর পূর্বক বিষ ঢেলে দেয়া হয়। ফলে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বর্ণিত আছে, খলিফা মানসুরের উপস্থিতিতে তাঁর মুখে বিষ দেয়া হয়। তিনি (ইমাম আবু হানীফা (র)) যখন মৃত্যু নিশ্চিত মনে

করেন তখন সিজদায় চলে যান। আর সিজদাতেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ১৫০ হি: সালে ইন্তিকাল করেন।

তাঁর ইন্তিকালের পর বাগদাদের কাযী হাসান ইবনে আম্মারা তাঁকে গোসল করান। গোসল শেষে তিনি বললেন, হে ইমাম আবু হানীফা! আপনার উপর আল্লাহর রহমতো বর্ষিত হোক। আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ, আবিদ ও মুত্তাকী ছিলেন। আর আপনার মধ্যে সচ্চরিত্রের সকল প্রকার গুণের সমাবেশ ছিল।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইমাম আবু হানীফা (র) জন্মগ্রহণ করেন-
   ক. ৬০ হি. সনে; খ. ৫০ হি. সনে;
   গ. ৮০ হি. সনে; ঘ. ৯০ হি. সনে।

২. সাহাবীদের মধ্যে কুফা নগরীতে শরীআতের স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রবক্তা ছিলেন?
   ক. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর; খ. ইবনে মাসউদ;
   গ. ইবনে যুবায়ের; ঘ. মুয়াজ ইবনে জাবাল।

৩. শেখ হাম্মাদের কাছে ইমাম আবু হানীফা শিক্ষা গ্রহণ করেন-
   ক. ১ বছর খ. ৫ বছর
   গ. মোটেও শিক্ষা গ্রহণ করেননি ঘ. ১০ বছর।

৪. ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন-
   ক. ইমাম আওযায়ী; খ. ইমাম মালিক;
   গ. ইমাম আবু ইউসুফ; ঘ. ইমামা শাফিঈ।

৫. ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফার পরিবারভুক্ত এটি কার উক্তি?
   ক. শায়খ হাম্মাদের; খ. ইমাম মালিকের;
   গ. ইমাম মুহাম্মাদের; ঘ. ইমাম শাফিঈর।

৬. আহলুর রায় কাকে বলা হতো?
   ক. ইমাম হাসান আল-বসরীকে; খ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে;
   গ. ইমাম বুখারীকে; ঘ. ইমাম আবু হানীফাকে।

৭. ইমাম আবু হানীফার ইন্তিকাল হয়েছিল-
   ক. হাসপাতালে; খ. মসজিদে নববীতে;
   গ. কারাগারে; ঘ. নিজ বাসভবনে।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক-উত্তর

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় লিখুন।
২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর শিক্ষা জীবন আলোচনা করুন।
৩. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৪. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৫. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মৃত্যু সম্পর্কে লিখুন।
৬. ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অভিমতো লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর জীবনী লিখুন।
২. ইমাম আবু হানীফার (র) বৈশিষ্ট্য, শিক্ষকতা ও ফাতওয়াদান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ-৩

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের মাসআলাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব প্রচারে ইমাম আবু ইউসুফের অবদান সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব প্রচারে ইমাম মুহাম্মদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

হানাফী মাযহাবের পরিচয়

তৎকালে পবিত্র ভূমি মদীনা ছিল হাদীসের আবাসভূমি। আর কুফা নগরী ছিল রায় বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। কেননা কুফা নগরী হাদীসের আবাস ভূমি হতে বহু দূরে ছিল।

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি কুফা নগরীতে ৮০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০হি. সনে বাগদাদের কারাগারে ইন্তিকাল করেন। তৎকালে পবিত্র ভূমি মদীনা ছিল হাদীসের আবাসভূমি। আর কুফা নগরী ছিল রায় বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। কেননা কুফা নগরী হাদীসের আবাস ভূমি হতে বহু দূরে ছিল। তবে সেখানে অবস্থানরত সাহাবীগণ যেমন- আলী, ইবনে মাসউদ ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মাধ্যমে যে হাদীস সেখানে পৌঁছেছে তাই বিদ্যমান ছিল।

এছাড়া হযরত উমর (রা) কুফা নগরী নির্মাণ এবং সেখানে বহু আরব পণ্ডিতদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন। অতঃপর সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে ফিকহ শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে বহু বিশিষ্ট সাহাবী কুফায় তাঁদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন, যাদের সংখ্যা ছিল একহাজার চারশত। আলী (রা) তথায় মুসলিম বিশ্বের রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সাহাবীগণ কুফার আনাচে-কানাচে ইলম প্রচার করেন। পরবর্তীতে তাবিঈনের মধ্যে তাদের বহু অনুসারী সৃষ্টি হয়। ইবরাহীম আন-নাখয়ী তাদের বিক্ষিপ্ত ইলম একত্র করেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবী ও তাবিঈদের ইলম একত্র করেন। আর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা সংরক্ষণ ও সংকলন করেন। এভাবে তাঁর ফিকহ মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে।

এরপর ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবী ও তাবিঈদের ইলম একত্র করেন। আর বহু পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর তা সংরক্ষণ ও সংকলন করেন। এভাবে তাঁর ফিকহ মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে।

তিনি হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে একটি ফিকহ বোর্ড গঠন করেন, যাতে ফকীহদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। তাঁরা প্রত্যেকেই ফিকহ, হাদীস, তাফসীর, উলূমুল কুরআন ও আরবী ভাষার উপর মহাপণ্ডিত ছিলেন।

ইমাম আবু হানাফী (র) ফিকহ জগতে বিশাল অবদান রেখে যান। এমনকি ইমাম শাফিঈ বলেন, ফিকহ শাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবু হানীফার পরিবার।

ইমাম আবু হানীফা (র) 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে আকীদা ও কালাম শাস্ত্রের উপর সর্বপ্রথম কিতাব লিখেন, যা তৎকালে আকীদা ও ফিকহ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহ

হানাফী মাযহাবের মাসআলাসমূহকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

১. উসুল
২. নাওয়াদের
৩. ফাতাওয়া

১. উসুল : উসূল বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায় যেগুলো হানাফীগণ জাহিরুর রিওয়ায়েত বলে থাকেন। জাহিরুর রিওয়ায়েত বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায় যা ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর শিষ্যগণ যেমন- ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার প্রমুখ থেকে বর্ণিত। এরা সরাসরি ইমাম আবু হানীফা থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ উসূলের মাসআলাগুলোকে ছয়টি কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলো জাহিরুর রিওয়ায়েত নামে খ্যাত।

২. নাওয়াদের : নাওয়াদের বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায়, যা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ থেকে বর্ণিত। কিন্তু তা জাহিরুর রিওয়ায়েত নামক কিতাবগুলোতে স্থান পায়নি।

৩. ফাতাওয়া : ফাতাওয়া বলতে এমন বিষয়সমূহকে বুঝান হয়েছে, যেগুলোর ফাতওয়া দিয়েছেন ইমাম আবু হানীফার পরবর্তী যুগের ইমামগণ এবং যার মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের পক্ষ হতে কোন বর্ণনা নেই। হানাফী মাযহাবের সর্বপ্রথম ফাতাওয়া গ্রন্থ হল, আবুল লায়েছ সমরকন্দী কর্তৃক সংকলিত 'কিতাবুন নাওয়াযিল'।

উসূল বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায় যেগুলো হানাফীগণ জাহিরুর রিওয়ায়েত বলে থাকেন। জাহিরুর রেওয়ায়েত বুঝায় যা ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর শিষ্যগণ থেকে বর্ণিত। নাওয়াদের বলতে ঐ মাসআলাগুলোকে বুঝায়, যা ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ থেকে বর্ণিত। কিন্তু উহা জাহেরুর রেওয়ায়েতে নেই।

হানাফী মাযহাবের উসূল বা মূলনীতি

গবেষণার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার উসূল বা মূলনীতি নিম্নরূপ

ইমাম আবু হানীফা (র) বলতেন, মাসআলা গবেষণার ব্যাপারে আমি কুরআন থেকে গ্রহণ করি। কুরআনে না পেলে সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করি। আর কুরআন ও হাদীসে না পেলে সাহাবীদের উক্তি থেকে গ্রহণ করি। অতঃপর সাহাবীগণের উক্তিতে না পাওয়া গেলে আমি ইজতিহাদ করি, যেভাবে তাবিঈগণ ইজতিহাদ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফার উক্তি অনুযায়ী তাঁর মাযহাবের মূলনীতি ও তাঁর ইজতিহাদের নীতি নিম্নরূপ-

ফাতাওয়া বলতে এমন বিষয়সমূহকে বুঝান হয়েছে, যেগুলোর ফাতওয়া দিয়েছেন ইমাম আবু হানীফার পরবর্তী যুগের ইমামগণ।

১. **আল-কুরআন :** কুরআনই হল ইসলামী শরীআতের মূল উৎস। এতে পরস্পর বিরোধী অভিমতো হতে পারে না। যদি কুরআনের আয়াত থেকে মাসআলা গবেষণার ব্যাপারে একাধিক মতো পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে, এর মানে ও উদ্দেশ্য বুঝার ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী মতো সৃষ্টি হয়েছে।

২. **সুন্নাহ :** সুন্নাহ তথা হাদীস হল ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। এতে কারো দ্বিমতো নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) তাঁর উসূল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সহীহ ও মাশহুর হাদীস (দুই-এর অধিক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) পাওয়া গেলে তা তিনি গ্রহণ করেন। তবে খবরে ওয়াহিদ (১ বা ২ জন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস) গ্রহণ করতে তাঁর নিম্নলিখিত শর্ত রয়েছে।

   ক. বর্ণনাকারীর আমল বর্ণিত হাদীসের বিপরীত হবে না। যদি এরূপ দেখা যায় তবে বুঝতে হবে তাঁর বর্ণিত হাদীসটি মানসূখ বা রহিতো।
   খ. বর্ণনাকারী পরবর্তীতে ঐ হাসিদটি অস্বীকার করবেন না।
   গ. খবরে ওয়াহিদটি যদি শুধু এক ব্যক্তিই বর্ণনা করে, তাহলে এ সম্পর্কে অন্যদের জানা থাকতে হবে। কারণ ঐ হাদীসটি শুদ্ধ হলে অন্যরাও সে সম্পর্কে অবগত থাকতেন।

৩. **ইজমা :** যে বিষয়ের উপর উম্মাতে মুহাম্মদীর ঐকমত্যে রয়েছে ইমাম আবু হানীফা সেগুলোর উপর নির্ভর করতেন। উম্মাতের ঐকমত্যের উপর আমলের ব্যাপারে কারো দ্বিমতো নেই।

৪. **সাহাবীদের উক্তি :** কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায় কোন বিষয়ের বিধান না পাওয়া গেলে ইমাম আবু হানীফা (র) সাহাবীগণের উক্তি দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন। সাহাবীগণের উক্তিতে না পাওয়া গেলে তাবিঈদের মতো তিনিও ইজতিহাদ করতেন।

৫. **কিয়াস :** ইমাম আবু হানীফা (র) হাদীস গ্রহণে কঠিন শর্ত আরোপ করেন। ফলে তিনি মাসআলা প্রণয়নে কিয়াস বা রায় গ্রহণ করতেন। ইজতিহাদে তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁর উসূল মোতাবেক সহীহ হাদীস পেলে শুধু তাই কবুল করতেন। অন্যথায় কিয়াসের আশ্রয় নিতেন।

৬. **ইসতিহসান :** (উত্তম চিন্তা ও মতামত) ইমাম আবু হানীফা (র) ইসতিহসানের উপর আমল করতেন। ইসতিহসান হল প্রকাশ্য কিয়াসের বিপরীত। কখনো কখনো দেখা যায়, প্রকাশ্য কিয়াসের উপর আমল করলে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয় না। তখন ইসতিহসানের উপর আমল করতে হয়। মালিকী মাযহাবেও ইসতিহসানের উপর আমল করা হয়।

৭. **উরফ বা প্রচলিত প্রথা :** স্থানীয় প্রচলিত প্রথা যদি শরীআতের বিপরীত না হয় তবে শরীআতের বিধান নির্ধারণের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা উরফ-এর উপর আমল করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে হানাফী আলিমগণ কিয়াস ও ইসতিহসানের উপরও উরফ বা দেশীয় প্রচলনকে প্রাধান্য দিতেন। তবে উরফ কোন দলীলের বিপরীত হলে তা অগ্রাহ্য বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : "যে সব হাদীসে ফিকহ সংক্রান্ত ইলম রয়েছে ঐ সব হাদীসের ব্যাখ্যা ইত্যাদির ব্যাপারে আমি ইমাম আবু হানীফা অপেক্ষা অধিক পারদর্শী কাউকে দেখিনি। তিনি সহীহ হাদীস সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন।"

হানাফী মাযহাব প্রচারে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অবদান ও তাঁর গ্রন্থাবলি

ইমাম আবু ইউসুফের নাম হল ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম। তিনি ১১২ হি. সালে জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর থেকেই হাদীস শিক্ষায় ব্রত হন। তিনি হিশাম ইবনে ওরওয়া, আবু ইসহাক, আতা, সাইব ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ফিকহ শিক্ষায়ও মনোনিবেশ করেন। প্রথমতো, তিনি ইবনু আবি লায়লার হাতে ফিকহ শিক্ষা করেন। অতঃপর ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নিকট ইলমে ফিকহ অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইমাম আবু হানীফার শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তাঁর যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন।

তিনি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। দেশে বিদেশে তাঁর ইলম ছড়িয়ে পড়ে। হানাফী মাযহাবের প্রচারে ও প্রসারে তাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা বেশি।

আবু ইউসুফের কিতাবসমূহে ইমাম আবু হানীফার উক্তি সংকলিত হয়েছে। তাঁর কিতাব সমূহের মধ্যে রয়েছে :

১. মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা: এতে তিনি ইমাম আবু হানীফার রেওয়াত ও তাঁর (আবু ইউসুফের) অভিমতো বর্ণনা করেন।
২. আল-খারাজ।
৩. ইখতিলাফু আবি হানীফা ওয়া ইবনু আবি লায়লা (আবু হানীফা ও ইবনে আবু লায়লার মতোবিরোধ)।

হানাফী মাযহাব প্রচারে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অবদান ও তাঁর গ্রন্থাবলি

ইমাম মুহাম্মদ (র) হলেন ইমাম আবু হানীফার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ছাত্র। তিনি ইরাকের ওয়াছিত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের নিকট তিনি ইলমে ফিকহর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। একদা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করা হল, এতেঠ সূক্ষ্ম মাসআলা তিনি কোথায় পেয়েছেন? ইমাম আহমদ উত্তরে বললেন, ইমাম মুহাম্মদের কিতাবসমূহের মধ্যে পেয়েছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৯৯৯টি। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

১. আল-জামিউল কাবীর
২. আল-জামিউস সাগীর
৩. আস-সিয়ারুল কাবীর
৪. আস-সিয়ারুস সাগীর

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের সাথে ইমাম হানীফা (র)-এর সম্পর্কের স্বরূপ

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ হানাফী মাযহাব প্রচার ও প্রসারে সর্বপেক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা দু'জনই হানাফী মাযহাবের ফিকহী মাসআলাগুলো সংকলন করেন এবং তার জবাব সন্নিবেশিত করেন।

ইমাম আবু হানীফার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ইমামের সাথে মুকাল্লিদের মতো নয়। বরং শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মতো। তাঁরা শুধু তাঁদের ইমামের ফাতওয়ার উপরই নির্ভর করতেন না বরং নিজেরাও ফাতওয়া দিতেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তাঁরা ইমামের ফাতওয়ার বিপরীতও ফাতওয়া

দিতেন, যখন তাঁরা নিজেদের মতের স্বপক্ষের ইমামের দলীলের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দলীল পেতেন। সুতরাং দেখা যায়, যখন তাঁরা হিজাযবাসী থেকে উপযুক্ত দলীল পেতেন, তখন তাঁরা ইমাম সাহেবের নিকট থেকে বহুবার পিছু হটেছেন। তাঁরা ইমাম সাহেবের বহু রায় গ্রহণ করেননি। তাঁরা দু'জনই মুজতাহিদ ছিলেন, তবে ফাতওয়া ও ইজতিহাদের বেলায় ইমামের মূলনীতিরই অনুসরণ করেছেন।

অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফার সাথে তাঁদের সম্পর্কে ইমাম মালিকের সাথে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সম্পর্কের মতোও নয়। কেনান ইমাম চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মূলনীতি ছিল, যা গবেষণা ও ইজতিহাদের বেলায় ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পর বিরোধী ছিল। ঐ ইমামগণ একে অপরের মতো ও পথ অনুসরণ করেননি। যেমনিভাবে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ তাঁদের ইমামের মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। যদিও তাঁরা শাখা-প্রশাখায় কখনো কখনো তাঁদের ইমামের বিরোধিতা করেছেন। যেমন দেখা যায়, একই মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মধ্যে তিনজনের তিনটি পৃথক পৃথক মতো রয়েছে। এর কারণ হল, কেউ ফাতওয়া প্রণয়নে সহীহ হাদীস পেয়েছেন। কেউ কিয়াসের উপর আমল করেছেন। আবার কেহ ইসতিহসানের উপর আমল করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদি একই মাসআলায় তিনজনের তিন প্রকারের উক্তি পাওয়া যায়, তবে মাসআলাটি আকীদা, তাওহীদ ও তাকওয়া সম্পর্কিত হলে সেখানে ইমাম আবু হানীফার ফাতওয়ার উপর আমল করতে হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা এ তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ছিলেন। বিচার বিষয়ক হলে আবু ইউসুফের উক্তির উপর ফাতওয়া হবে। আর উরফ বা দেশীয় প্রচলন সম্পর্কিত হলে ইমাম মুহাম্মদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

যদি একই মাসআলায় তিনজনের তিন প্রকারের উক্তি পাওয়া যায়, তবে মাসআলাটি আকীদা, তাওহীদ ও তাকওয়া সম্পর্কিত হলে সেখানে ইমাম আবু হানীফার ফাতওয়ার উপর আমল করতে হবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (র) এ তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ছিলেন। বিচার বিষয়ক হলে ইমাম আবু ইউসুফের উক্তির উপর ফাতওয়া হবে। আর উরফ বা দেশীয় প্রচলন সম্পর্কিত হলে ইমাম মুহাম্মদের উক্তি গ্রহণযোগ্য হবে।

হানাফী মাযহাবের কতিপয় পরিভাষা

হানাফী মাযহাবের ইমামদের মধ্যে তিনজন হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এরা হলেন :

১. ইমাম আবু হানীফা (র), ২. ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ৩. ইমাম মুহাম্মদ (র)। এদের একত্রে দু'জনকে বুঝাতে নিম্নরূপ পরিভাষা ব্যবহৃত হয় :

১. শায়খাইন : ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-কে এক সঙ্গে শায়খাইন বলে।
২. সাহেবাইন : আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-কে এক সঙ্গে সাহেবাইন বলে।
৩. তরফাইন : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-কে এক সঙ্গে তরফাইন বলে।

হানাফী মাযহাবের প্রচার ও প্রসার

হানাফী মাযহাব প্রথমে কুফা ও বাগদাদে, এরপর সমগ্র ইরাকে প্রসার লাভ করে। তারপর দূরদূরান্তে যেমনঃ রোম, বোখারা, ফারগানা, পারস্যের দেশসমূহে, হিন্দুস্থান, সিন্ধু প্রদেশ ও ইয়ামান প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর আফ্রিকার ত্রিপোলী, তিউনিসীয়া ও আলজিয়ার্সে হানাফী মাযহাব বিস্তার লাভ করে।

বিখ্যাত মনীষী ইবনে খালদুন হানাফী মাযহাবের বিস্তৃতি সম্পর্কে বলেন, বর্তমানে আবু হানীফার অনুসারী হল, ইরাক, হিন্দুস্তানের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা, চীন ও সমগ্র অনারব দেশ। কারণ হানাফী মাযহাবই প্রথমে মুসলিম বিশ্বের রাজধানী বাগদাদকে বেষ্টন করেছিল। আর আবু হানীফার ছাত্রগণই আব্বাসীয় খলীফাগণের সাথী ছিলেন। ফলে একের পর এক তাঁদের ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব প্রকাশিত হয়েছিল।

তারপর উসমানীয়রা যখন মসনদে আরোহণ করেন তখন সারাদেশের বিচার কাজের ভার হানাফী মাযহাব অনুসারেই চলতে থাকে। কারণ উসমানীয়রা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। একারণে মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ জায়গায় হানাফী মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

► সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইমাম আবু হানীফার আকীদার কিতাবের নাম-
   ক. বুখারী শরীফ;
   খ. আল-ফিকহুল আকবার;
   গ. আল-খারাজ;
   ঘ. ফাতাওয়া হিন্দিয়া।

২. হানাফী মাযহাবের সর্বপ্রথম ফাতওয়ার কিতাব হচ্ছে-
   ক. ফাতওয়া রশীদিয়া;
   খ. আল-মাবসুত;
   গ. কিতাবুন নাওয়াযেল;
   ঘ. কিতাবুল উম্ম।

৩. ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরেদের একজনের নাম-
   ক. ইমাম শাফিঈ;
   খ. ইমাম মালিক;
   গ. ইমাম আবু ইউসুফ;
   ঘ. ইমাম বুখারী।

৪. আল-জামিউল কাবীর গ্রন্থের প্রণেতা কে?
   ক. ইমাম আবু হানীফা;
   খ. ইমাম আবু ইউসুফ;
   গ. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল;
   ঘ. ইমাম মুহাম্মদ।

৫. সাহেবাইন বলতে কী বুঝায়?
   ক. ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদকে
   খ. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদকে
   গ. ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আবু হানীফাকে
   ঘ. ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম তিরমিযীকে।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. হানাফী মাযহাবের ফিকহী মাসায়িল কত ভাগে বিভক্ত? বর্ণনা করুন।
২. হানাফী মাযহাবের মূলনীতি লিখুন।
৩. ইমাম আবু ইউসুফ -এর অবদান আলোচনা করুন।
৪. ইমাম মুহাম্মাদ-এর অবদান আলোকপাত করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. হানাফী মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. হানাফী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম মালিকের বংশ পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইসলামের খেদমতে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের মাযহাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের মাযহাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের মাযহাবের বিশিষ্ট আলিমদের সম্পর্কে পরিচয় লাভ করতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের মাযহাবের মূলনীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ইমাম মালিক (র)-এর পরিচয়

তাঁর নাম মালিক, পিতার নাম আনাস এবং দাদার নাম আবু আমির। তাঁর দাদা আবু আমির বিশ্বনবী (স) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। বংশগত দিক দিয়ে তিনি 'আলআসবাহী' হিসেবে পরিচিত। মদীনা শরীফে অবস্থানকরার দরুণ তাঁকে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (امام دارالهجرة) বা 'হিজরত নগরীর ইমাম' বলা হয়।

ইমাম মালিক মদীনা শরীফে অবস্থান করার দরুণ তাঁকে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (امام دار الهجرة) বা 'হিজরত নগরীর ইমাম' বলা হয়।

ইমাম মালিক (র)-এর জন্ম

ইমাম মালিক (র) ৯৩ হিজরী সনে পবিত্র মদীনা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিক-এর শাসনকালে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন।

ইমাম মালিকের শিক্ষা জীবন

পবিত্র মদীনা শরীফে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এ সময়ে মদীনা নগরী ছিলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র। বাল্যকাল হতেই তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। মদীনা শরীফের বড় বড় আলিমদের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। আব্দুর রহমান ইবন হরমুসের নিকট তিনি দীর্ঘ সময় লেখাপড়া শেখেন। তাছাড়া যেসব তাবিঈর নিকট হতে তিনি হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবদুল্লাহ ইবন ওমরের (রা) ক্রীতদাস 'নাফে'।
২. মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবনে শিহাব আল যুহরী, যিনি 'যুহরী' নামে অধিক পরিচিত। তবে ফিকহশাস্ত্রে ইমাম মালিকের বিশিষ্ট শিক্ষক হলেন হিজাযের বিখ্যাত ফকীহ রবীয়াহ ইবন আবদুর রহমান। যিনি 'বরীয়াতুর রায়' নামে বহুল পরিচিত।

ইমাম মালিক (র) হাদীস শাস্ত্রের সর্বপ্রথম বিখ্যাত কিতাব 'আল-মুয়াত্তা' এর সংকলক। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ১৩৬০ (একহাজার তিনশত ষাট) টি হাদীস রয়েছে। তাই একথা একান্তভাবে সত্য যে, ইমাম মালিক একাধারে অভিজ্ঞ ফকীহ এবং খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন।

ইমাম মালিকের কর্মজীবন

ইমাম মালিকের কর্মজীবনে বহুকিছুর সমাবেশ ঘটেছে। জ্ঞানের জগতের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেছেন। কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসুলুল ফিকহসহ অন্যান্য বিষয়ের তিনি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অধ্যাপনা করেছেন। মদীনার মসজিদে নববীতে বসে তিনি শিক্ষা প্রদান করতেন। তিনি কখনো পবিত্র মদীনা নগরী ছেড়ে বাইরে যেতেন না। হাদীস এবং ফিকহ সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। দেশ-বিদেশের অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর দরবারে ভিড় জমাতেন। ইমাম মালিক (র) অত্যন্ত বিনয় ও ধৈর্যের সাথে তাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করতেন।

তিনি হাদীস শাস্ত্রের সর্বপ্রথম বিখ্যাত কিতাব 'আল-মুয়াত্তা' এর সংকলক। এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের মধ্যে

প্রায় ১৩৬০ (একহাজার তিনশত ষাট) টি হাদীস রয়েছে। তাই একথা একান্তভাবে সত্য যে, ইমাম মালিক একাধারে অভিজ্ঞ ফকীহ এবং খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন। সারা দুনিয়ার অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তাঁর নিকট এসে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তদানীন্তন সময়ে জ্ঞানের জগতে ইমাম মালিক (র)-এর কোন জুড়ি ছিলো না। তিনি ছিলেন জ্ঞান জগতের নন্দিত মহাপুরুষ।

ইমাম মালিকের ছাত্রবৃন্দ

অসংখ্য ছাত্রের বিশ্বস্ত শিক্ষক হলেন ইমাম মালিক (র)। সারা দুনিয়ার এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাঁর ছাত্রবৃন্দ। তবে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন ইমাম শাফিঈ (র)। তিনি ইমাম মালিকের তত্ত্বাবধানে মাত্র নয়দিনে 'মুয়াত্তা' কিতাবের সকল হাদীস মুখস্থ করেন। তাঁর মুখস্থ শক্তি দেখে ইমাম মালিক অবাক হয়ে যান। ইমাম শাফিঈ (র) নিজেই ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে বলেছেন,'ইমাম মালিক আমার প্রিয় শিক্ষক, তাঁর থেকে আমি অনেক জ্ঞান অর্জন করেছি। আমি ও প্রভুর মাঝে তিনি আমার জন্য প্রমাণ স্বরূপ। বিদ্বানদের ময়দানে ইমাম মালিক ধ্রুবতারা, তার চেয়ে বেশি অনুগ্রহ আমার উপর আর কেউ করেনি।' ইমাম শাফিঈ (র) যার সম্পর্কে এই বক্তব্য পেশ করলেন তিনি কত বড় বিদ্বান ছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইমাম মালিকের অন্যান্য ছাত্রদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. যারা মিশরে জ্ঞানচর্চা করেছেন, খ. যারা স্পেন ও মরক্কোতে জ্ঞান চর্চা করেছেন, গ. যারা হিজায ও ইরাকে জ্ঞান চর্চা করেছেন।

ক. যারা মিশরে জ্ঞান চর্চা করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম। (মৃত্যু ১৯১ হিজরী)
২. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব ইবনে মুসলিম। (মৃত্যু ১৯৭ হিজরী)
৩. আশহাব ইবনে আবদুল আযিয আল-কাইছী। (মৃত্যু ২১৪ হিজরী)
৪. আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম। (মৃত্যু ২১৪ হিজরী)
৫. আসবাগ ইবনুল ফারজ। (মৃত্যু ২২৫ হিজরী)
৬. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম। (মৃত্যু ২৬৮ হিজরী)
৭. মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম এসকেন্দারী ইবনে যিয়াদ। (মৃত্যু ২৬৯ হিজরী)

খ. যাঁরা স্পেন ও মরক্কোতে জ্ঞান চর্চা করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবুল হাসান আলী ইবনে যিয়াদ তিউনিসী। (মৃত্যু ১৮৩ হিজরী)
২. আবু আবদুল্লাহ যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান আল-কুরতুবী। (মৃত্যু ১৯৩ হিজরী)
৩. ঈসা ইবনে দিনার আল-কুরতুবী। (মৃত্যু ২১২ হিজরী)
৪. আসাদ ইবনে ফুরাত ইবনে সিনান তিউনিসী। (মৃত্যু ২১৩ হিজরী)
৫. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর। (মৃত্যু ২৩৪ হিজরী)
৬. আবদুল মালিক ইবনে হাবীব ইবনে সুলাইমান। (মৃত্যু ২৩৮ হিজরী)
৭. সাহনুন আবদুস সালাম ইবনে সায়ীদ আত্তানুখী। (মৃত্যু ২৪০ হিজরী)

গ. যাঁরা ইরাক ও হিজাযে জ্ঞানচর্চা করেছেন তাঁরা হলেন-

১. আবু মারওয়ান আবদুল মালিক ইবনে আবু সালামাহ আল-মাজেশুন। (মৃত্যু ২১২ হিজরী)
২. আহমাদ ইবনে মুয়াজ্জান ইবনে গায়লান আল-আবদী।
৩. আবু ইসহাক ইসমাইল ইবনে ইসহাক। (মৃত্যু ২৮২ হিজরী)

ইমাম মালিকের চরিত্র

ইমাম মালিক অত্যন্ত আল্লাহভীরু লোক ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে তিনি প্রাধান্য দিতেন। তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তিনি অধিক কুরআন তেলাওয়াত করতেন। সদা-সর্বদা মসজিদে নববীতে অবস্থানের চেষ্টা করতেন। তিনি মদীনা শহর হতে অন্য কোথাও সফর করেননি। মসজিদে নববীতে অসংখ্য ছাত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অত্যন্ত মামুলী খাবার-দাবার গ্রহণ করতেন। জীবন যাপনে অপচয় অথবা অধিক ব্যয় তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দিতেন। তিনি বিশ্বনবী (স)-কে অত্যন্ত

ভালোবাসতেন এবং তাঁর সুন্নতের পুংখানুপুংখ অনুসরণ করতেন।

ইমাম মালিকের ইন্তিকাল

এই বিশ্ববিখ্যাত আলিমে দীন এবং ইমাম দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে ৮৬ বছর বয়সে ১৭৯ হিজরী সনে স্বীয় জন্মস্থান মদীনাতেই ইন্তিকাল করেন। আল-বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

মালিকী মাযহাবের মূলনীতি

ইমাম মালিক (র) সর্বমোট ২০টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্যে ৫টি মূলনীতি আল-কুরআন থেকে, ৫টি মূলনীতি আল-হাদীস থেকে নিয়েছেন এবং অন্য ১০টি মূলনীতি কুরআন হাদীসের বাইরে থেকে নিয়েছেন।

ইমাম মালিক (র) সর্বমোট ২০টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্যে ৫টি মূলনীতি আল-কুরআন থেকে, ৫টি মূলনীতি আল-হাদীস থেকে নিয়েছেন এবং অন্য ১০টি মূলনীতি কুরআন হাদীসের বাইরে থেকে নিয়েছেন।

আল-কুরআন হতে নেওয়া মূলনীতিসমূহ

১. نص الكتاب বা কুরআনের মূল বক্তব্য;
২. عموم الكتاب বা কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ;
৩. مفهوم مخالف বা কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত দিক;
৪. مفهوم الموافقة বা কুরআনের বক্তব্যের অনুকূল দিক;
৫. التنبيه على العلة বা কোন বিষয়ের কারণ উদঘাটন।

সুন্নাহ থেকে নেওয়া মূলনীতিসমূহ-

১. نص السنة বা হাদীসের বক্তব্য;
২. عموم السنة বা হাদীসের ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ;
৩. مفهوم مخا لف বা হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত দিক;
৪. مفهوم موافق বা হাদীসের বক্তব্যের অনুকূল দিক;
৫. التنبيه على العلة বা মূল বিষয়ের কারণ উদঘাটন।

বাকী ১০টি মূলনীতি নিম্নরূপ

১. الا جماع (ইজমা) বা ঐকমত্যে;
২. القياس (কিয়াস);
৩. عمل أهل المد ينة বা মদীনাবাসীদের কার্যাবলি;
৪. قول الصحابى বা সাহাবীর বক্তব্য;
৫. الاستحسان বা উত্তম চিন্তা বা মতামত;
৬. الحكم بسد الذرائع বা অকল্যাণের পথ বন্ধ করা;
৭. مراعاة الخلاف বা মতোপার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও লক্ষ রাখা;
৮. الا ستصحاب বা বস্তুর মূলঅবস্থা;
৯. المصالح المر سلة বা ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা;
১০. شرع من قبلنا বা আমাদের পূর্ববর্তী শরীআত।

এই সর্বমোট ২০টি মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম মালিক তাঁর মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মালিকী মাযহাবের বিস্তৃতি

যে কোন মাযহাব সাধারণত মাযহাব প্রতিষ্ঠাতার ছাত্রদের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে। ছাত্রদের দ্বারা ইমাম মালিকের মাযহাব তিন এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এ তিনটি এলাকা হলো: ১. মিসর, ২. উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন, ৩. হিজায ও মিশর।

মিসর

মিসরে ইমাম মালিকের মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। অগণিত অনুসারী এই মাযহাবকে গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের যেসব ছাত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন-

ক. আবদুর রহমান ইবনে কাসিম, খ. আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুসলিম, গ. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম, ঘ. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, ঙ. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম।

উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন

এ এলাকায়ও ইমাম মালিকের মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। এই এলাকার অধিকাংশ জনগণ মালিকী মাযহাবের অনুসারী হয়। এখানে ইমাম মালিকের যেসব ছাত্র তাঁর মাযহাব প্রচার করেছেন তাঁরা হলেন:

ক. আলী ইবনে যিয়াদ, খ. যিয়াদ ইবনে আবদুর রহমান, গ. আসাদ ইবনে ফুরাত, ঘ. আবদুল মালিক ইবনে হাবীব, ঙ. আবদুস সালাম ইবনে সায়ীদ।

হিজায ও ইরাক

হিজায এবং ইরাকের অনেক মানুষ ইমাম মালিকের মাযহাবের অনুসারী হয়। এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এ মাযহাবের প্রচার ও প্রসার ঘটে। এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিকের তিনজন ছাত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন:

ক. আবদুল মালিক ইবনে আবি সালামাহ, খ. আহমাদ ইবনে মুয়াজ্জাল এবং গ. ইসমাঈল ইবনে ইসহাক (রা)।

মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

এ মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হলো-

১. কুরআন এবং হাদীসের বক্তব্যকে ইমাম মালিক সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।
২. মদীবাসীদের কার্যাবলিকে তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
৩. কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি কঠোর বক্তব্য রেখেছেন যেমন- তিন মনে করেন, মুসলিম রাষ্ট্রে যিম্মীদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার নেই।
৪. তিনি কিয়াসকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন।
৫. মাসআলার ক্ষেত্রে নিজের ইজতিহাদকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
৬. সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. 'ইমামু দারিল হিজরাহ' কোন ইমামকে বলা হয়?
   ক. ইমাম আবু ইউসুফকে;
   খ. ইমাম শাফিঈকে;
   গ. ইমাম মালিককে;
   ঘ. ইমাম আবু হানীফাকে।

২. ইমাম মালিকের দাদা ছিলেন-
   ক. সাহাবী;
   খ. তাবিয়ী;
   গ. ফকীহ;
   ঘ. মুজতাহিদ।

৩. ইমাম মালিকের জন্ম হয়-
   ক. ৯২ হিজরী সনে ইয়েমেনে;
   খ. ৯৫ হিজরী সনে মক্কায়;
   গ. ৯৪ হিজরী সনে কুফায়;
   ঘ. ৯৩ হিজরী সনে মদীনায়।

৪. ফিকহশাস্ত্রে ইমাম মালিকের বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন-
   ক. রবীয়াহ ইবনে আমের;
   খ. রবীয়াহ আল-জাদীদ;
   গ. রবীয়াহ ইবনে খালেদ;
   ঘ. রবীয়াতুর রায়।

৫. আল-মুয়াত্তা কিতাবের হাদীস সংখ্যা প্রায়-
   ক. ৪৩৬০;
   খ. ৩৩৬০;
   গ. ২৩৬০;
   ঘ. ১৩৬০।

৬। হাদীস শাস্ত্রে সর্বপ্রথম কোন হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়?
   ক. আল-মুয়াত্তা;
   খ. সহীহ আল-বুখারী;
   গ. আল-মিশকাত আল-মাসাবীহ;
   ঘ. সহীহ-মুসলিম।

৭. মালিকী মাযহাবের সর্বমোট মূলনীতির সংখ্যা-
   ক. ১৫টি;
   খ. ২০টি;
   গ. ২৫টি;
   ঘ. ৩০টি।

৮. ইমাম মালিকের কোন ছাত্র মাত্র নয় দিনে আল-মুয়াত্তা মুখস্থ করেছিলেন?

ক. ইমাম শাফিঈ;
খ. আবু ইসহাক;
গ. ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া;
ঘ. আলী ইবনে যিয়াদ।

৯. ইমাম মালিক মদীনা শহর ছাড়া আরও যে সব দেশে সফর করেন তা হচ্ছে-
ক. মিশর;
খ. ইরাক;
গ. ইয়ামান;
ঘ. কোথাও সফর করেননি।

১০. সত্য হলে টিক চিহ্ন এবং মিথ্যা হলে ক্রস চিহ্ন দিন-
ক. ইমাম মালিক একজন সাহাবী ছিলেন;
খ. ইমাম মালিকের বিখ্যাত কিতাবের নাম আল-মুয়াত্তা;
গ. ইমাম মালিক ৯০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন;
ঘ. ইমাম মালিকের দাদার নাম আবু আমের।

১১. সঠিক শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন।
ক. ইমাম মালিক ..... এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন;
খ. মিশরে ইমাম মালিকের বিখ্যাত ছাত্রসংখ্যা ..... জন;
গ. ইমাম মালিক ..... থেকে পাঁচটি মূলনীতি গ্রহণ করেছেন;
ঘ. ..... এলাকায় মালিকী মাযহাব বিস্তার লাভ করে;
ঙ. ইমাম মালিক কিয়াসকে ..... গুরুত্ব দিয়েছেন।

১২. সত্য হলে টিক চিহ্ন এবং মিথ্যা হলে ক্রস চিহ্ন দিন-
ক. মালিকী মাযহাবের মূলনীতি ৪০টি;
খ. মদীনাবাসীর কার্যাবলি মালিকী মাযহাবের দলীল নয়;
গ. মালিকী মাযহাব ইরাকে বিস্তার লাভ করেনি;
ঘ. মিশরে মালিকী মাযহাব বিস্তার লাভ করে।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. আল-কুরআন থেকে নেওয়া মালিকীর মাযহাবের মূলনীতিগুলো লিখুন।
২. আল-হাদীস থেকে নেয়া মালিকী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ আলোচনা করুন।
৩. কোন কোন এলাকায় মালিকী মাযহাব বিস্তার লাভ করে?
৪. হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মালিকের বিখ্যাত শিক্ষকদের সম্পর্কে লিখুন।
৫. ইমাম মালিকের ছাত্রদের মধ্য হতে যারা মিশরে জ্ঞানচর্চা করেছেন তাদের নাম লিখুন।
৬. মালিকী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মালিকী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. ইমাম মালিক(র)-এর বিস্তারিত জীবনী লিখুন।

পাঠ-৫

ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয় বলতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মৃত্যু সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ইমাম শাফিঈ (র) কী অবদান ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি পর্যালোচনা করতে পারবেন;
- শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট আলিমদের সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, "ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশশাফিঈ (র) ২য় হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক।" সমাজে জেঁকে বসা অপসংস্কৃতি আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের জন্য মহান বিধাতার রহমতো স্বরূপ। সাহিত্যে, কবিতা, ফিকহশাস্ত্রসহ বিভিন্ন অঙ্গনে তাঁর ছিল উন্মুক্ত পদচারণা। অসংখ্য ছাত্রের আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি। ইমাম শাফিঈ (র) আজীবন ইসলামের সংস্কারের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম এবং কঠোর সাধনা করে গেছেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয়

ইমাম শাফিঈ (র)-এর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, পদবী আশ-শাফিঈ, পিতার নাম-ইদ্রিস, দাদার নাম আল-আব্বাস।

আর এই পদবীতেই তিনি বহুল পরিচিতি ছিলেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বংশ পরম্পরার সাথে তথা আবদে মানাফ এর সাথে তার বংশ পরম্পরা মিলিত হয়েছে। তাই ইমাম শাফিঈর নামের শেষে 'আল-কুরাইশী আল-হাশেমী আল-মুত্তালেবী যোগ করা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর জন্ম ও বাল্যকাল

ইমাম শাফিঈ (র) ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। একই বছরে ইমাম আবু হানীফা (র) ইন্তিকাল করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) ১৫০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। একই বছরে ইমাম আবু হানীফা (র) ইন্তিকাল করেন। ইমাম শাফিঈর জন্মস্থানের ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা-

ফিলিস্তিনের 'গাযা' 'আসকালান' ও 'ইয়েমেন'।

মাত্র দু'বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর মা তাকে নিয়ে মক্কা শরীফে চলে যান। মক্কায় ইয়াতীম অবস্থায় তিনি লালিত-পালিত হতে থাকেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন। তিনি কিশোর অবস্থাতেই 'হুযাইল' গোত্রের অধিকাংশ কবিতা মুখস্থ করেন এবং আরবীতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাই তাঁর সম্পর্কে আসমায়ী বলেছেন, "আমি কুরাইশ বংশের একজন যুবকের নিকট গিয়ে হুযাইল গোত্রের কবিতাসমূহ শুদ্ধ করে নিয়েছিলাম, যার নাম হলো মুহাম্মদ ইবন ইদরীস।"

ইমাম শাফিঈ (র)-এর শিক্ষাজীবন

ইমাম শাফিঈ মক্কা শরীফের বিখ্যাত মুফতী মুসলিম ইবনে খালিদ এর নিকট ফিকহশাস্ত্র চর্চা করেন। এ সময়ে মক্কানগরী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান শুরু করেন। এতেঠ স্বল্প সময়েই তাঁর মেধা এবং যোগ্যতার স্ফূরণ ঘটতে থাকে। এরপর তিনি মদীনা শরীফ গমন করেন। ইমাম মালিকের নিকট অবস্থান করে মাত্র ৯ দিনে সম্পূর্ণ 'মুয়াত্তা' মুখস্থ করেন। তাঁর মেধাশক্তির প্রখরতা দেখে ইমাম মালিক অবাক হয়ে যান। এতেঠ সল্প সময়ে আল-মুয়াত্তার মতো

বিশাল হাদীসগ্রন্থ মুখস্থ করার ইতিহাস এটাই প্রথম। তিনি অন্যান্য যেসব আলিমের নিকট হাদীস শ্রবণ করেছেন তাঁরা হলেন-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ফুযাইল ইবন আয়ায ও মুহাম্মদ ইবন শাফে।

ইমাম মালিকের নিকট অবস্থান করে মাত্র ৯ দিনে সম্পূর্ণ 'মুয়াত্তা' মুখস্থ করেন। এত স্বল্প সময়ে আল-মুয়াত্তার মত বিশাল হাদীসগ্রন্থ মুখস্থ করার ইতিহাস এটাই প্রথম।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর কর্মজীবন

ইমাম শাফিঈ কর্মজীবনের শুরুতে ইয়েমেনে সরকারী দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বাদশাহ হারুন আর রশীদের সময়ে তাঁকে নাযরানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সরকারী বাধ্যবাধকতা তিনি পছন্দ করলেন না। তাই দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিয়ে তিনি অধ্যাপনা শুরু করলেন। দীর্ঘদিন ফিকহশাস্ত্র অধ্যাপনায় নিয়োজিত থেকে জ্ঞান বিতরণ করেন। ১৮৩ হিজরী সনে প্রথমবার এবং ১৯৫ হিজরী সনে দ্বিতীয়বার তিনি বাগদাদে গমন করেন। সেখানে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সুযোগ্য ছাত্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তাঁর নিকট হতে ইমাম শাফিঈ ইরাকী আলিমদের লেখা সকল কিতাবের জ্ঞান অর্জন করেন।

বাগদাদে অবস্থানকালে ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আলহুজ্জাত' রচনা করেন। এখানে ইমাম আহমাদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন উভয় ইমাম পরস্পর মতোবিনিময় করেন এবং বিভিন্ন জটিল ও কঠিন বিষয়ের সমাধানে উপনীত হন। এরপর তিনি ২০০ হিজরী সনে মিশর গমন করেন। মিশরেও তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা এবং সার্বক্ষণিক জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেন। অসংখ্য ছাত্রকে শিক্ষাদান করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল-উম্ম' রচনা করেন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর ছাত্রবৃন্দ

মক্কা, মদীনা, ইরাক, মিশর ও অন্যান্য মুসলিম দেশে ইমাম শাফিঈর অসংখ্য ছাত্র ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। এখানে আমরা শুধু বিখ্যাত পাঁচজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করছি।

১. ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া আলবুয়াইতী, ২. ইসমাইল ইবনে ইয়াহইয়া আলমুযানী, ৩. রবী ইবনে সুলাইমান, ৪. হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া ও ৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল হাকাম।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর চরিত্র

তিনি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বড় বিদ্বান হওয়ার পরও তিনি গর্ব-অহংকার করতেন না। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। অপব্যয় মোটেও পছন্দ করতেন না। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে ইমাম আহমাদ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নামাযের মধ্যে তাঁর জন্য দোয়া করেছেন। ইমাম আহমাদ প্রায়ই বলতেন "উমর ইবনে আবদুল আযীয ১ম হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ আর ইমাম শাফিঈ ২য় হিজরী শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন।" ইমাম আহমাদ (র)-এর এই উক্তিই প্রমাণ করে যে, ইমাম শাফিঈ (র) ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন নন্দিত মহাপুরুষ। সার্বক্ষণিক জ্ঞান সাধনা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিক্ষাদানে প্রচণ্ড আগ্রহের দরুণ তদানীন্তন সময়ে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম। তাঁর সংস্পর্শে এসে সবাই অত্যন্ত বিমোহিতো হতেন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর ইন্তিকাল

২০৪ হিজরী সনের রজব মাসের শেষদিন। এদিন ছিলো জুমাবার। সেদিন ৫৪ বছর বয়সে তিনি মিশরে ইন্তিকাল করেন।

অসাধারণ প্রতিভা এবং যথার্থ প্রজ্ঞার সমাবেশ ঘটেছে ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনে। কুরআন-হাদীসকে ইমাম শাফিঈ (র) সূক্ষ্মভাবে গবেষণা এবং অধ্যয়ন করে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ফিকহ চর্চা করেছেন। আর এই গবেষণা তাঁর জন্য অসম্ভব ছিলো না, কেননা তিনি অত্যন্ত মেধাবী এবং জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাবকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এরপর তিনি নিজের মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাযহাবে সবকিছুর উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে আল-কুরআনকে। ইমাম শাফিঈর মাযহাব অত্যন্ত সাবলিল, সে কারণে সারা দুনিয়ায় এ মাযহাবের অসংখ্য অনুসারী রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি

হানাফী মাযহাবের মতো শাফিঈ মাযহাবের মূলনীতিও চারটি। যথা-

১. (القران الكريم) কুরআন কারীম

এই মাযহাবে সবকি
উপরে স্থান দেওয়া
আল-কুরআনকে।
শাফিঈর মাযহাব অ
সাবলীল, সে কারণে
দুনিয়ায় এ মাযহাবে

২. (السنة) আস-সুন্নাহ

৩. (الاجماع) আল-ইজমা

৪. (القياس) আল-কিয়াস

নিম্নের বিষয়গুলোকে তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি-

১. قول الصحا بة বা সাহাবাদের বাণী। কেননা সাহাবাদের বাণী ইজতিহাদের পর্যায়ে পড়ে। তাই এর মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

২. الا ستحسان বা উত্তম চিন্তা ও মতামত। কেননা যিনি চিন্তা করে শরীআত বানাতে চান তিনি শরীআত প্রণেতা হওয়ার দাবিও করতে পারেন।

৩. المصالح المر سلة বা ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা। কেননা মানবীয় চিন্তা শরীআতের মূলনীতি হতে পারে না।

৪. عمل اهل المد ينة বা মদীনাবাসীদের কার্যাবলি। কেননা মদীনার বিভিন্ন ধরনের লোক থাকতে পারে।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর চিন্তাধারা

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবগত চিন্তাধারা দু'ভাবে বিভক্ত। যথা-

১. المذ هب القد يم বা পুরাতন মাযহাব

২. المذ هب الجديد বা নতুন মাযহাব।

পুরাতন মাযহাব

ইমাম শাফিঈ (র) বাগদাদে অবস্থানকালে যে ফিকহ চর্চা করেছেন, তা পুরাতন মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। এখানে অবস্থানকালে ইমাম শাফিঈ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হুজ্জাত' রচনা করেন। এই 'আল-হুজ্জাত' এর মধ্যে তার পুরাতন মাযহাব এর স্পষ্ট দলীল প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যে হানাফী মাযহাবের কিছুটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর চারজন বিশ্বস্ত বন্ধু পুরাতন মাযহাব প্রচার ও প্রসারে ভুমিকা রেখেছেন এবং বিখ্যাত 'আল-হুজ্জাত' কিতাব বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু সাওর, আল-যাআফরানী ও আলকারাবিসী।

এই বিখ্যাত চার আলিমের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে পুরাতন মাযহাব বাগদাদের আশপাশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। অসংখ্য মানুষ এই মূল্যবান গবেষণা দ্বারা উপকৃত হয় এবং শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে পরবর্তীতে ইমাম শাফিঈ (র) নিজেই পুরাতন মাযহাবের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নতুন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বাগদাদে অবস্থানকালে যে ফিকহ চর্চা করেছেন, তা পুরাতন মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম শাফিঈ বাগদাদ ছেড়ে মিশরে চলে আসেন। এখানে নতুন চিন্তাধারার প্রচার আরম্ভ করেন। এই চিন্তা-ধারাই 'মাযহাবে জাদীদ' বা নতুন মাযহাব নামে পরিচিত।

নতুন মাযহাব

ইমাম শাফিঈ বাগদাদ ছেড়ে মিশরে চলে আসেন। এখানে নতুন চিন্তাধারার প্রচার আরম্ভ করেন। এই চিন্তাধারাই 'মাযহাবে জাদীদ' বা নতুন মাযহাব নামে পরিচিত। পুরাতন মাযহাব এবং নতুন মাযহাবের চিন্তার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আল-উম্ম' এর মধ্যে নতুন চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটেছে। এই চিন্তায় মালিকী মাযহাবের কিছুটা প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মিশরে ইমাম শাফিঈর অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এদের মধ্য হতে চারজন বিশিষ্ট আলিম 'আল-উম্ম' কিতাবকে বর্ণনা করেছেন। আর এর দ্বারা নতুন মাযহাব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এ চারজন হলেন-

১. আল-মুযানি, ২. আল-বুয়াইতি, ৩. রবী আল-জিযী ও ৪. রবী ইবনে সুলাইমান।

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর যে কোন চিন্তার ক্ষেত্রে কুরআনের পরেই সহীহ হাদীসকে গুরুত্ব দিতেন এবং বলতেন-

أذا صح الحد يث فهو مذ هبى واضربوا بقولى عرض الحائط

"হাদীস সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হলে সেটাই আমার মাযহাব, হাদীসের বিপরীতে আমার কথাকে তোমরা দেয়ালের গায়ে নিক্ষেপ করো।"

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. কুরআন-হাদীস, ইজমা এবং কিয়াসকে ইমাম শাফিঈ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।
২. আঞ্চলিকতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে 'রাবী' বিশ্বস্ত হলেই তিনি তার হাদীস গ্রহণ করেছেন।
৩. কিয়াসকে তিনি শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দলীল মনে করতেন।
৪. তাবিঈদের পরের যুগের কোন 'ইজমা' তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।
৫. ظاهر النص বা স্পষ্ট বক্তব্যকে তিনি দলীল মনে করেন।
৬. الاستحسان বা উত্তম মতামতকে তিনি কখনো দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি।
৭. ضعيف حديث (দুর্বল হাদীস) ব্যতীত অন্য যে কোন হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করতেন।

নোট করুন

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইমাম শাফিঈ (র)-এর আসল নাম
   ক. আহমাদ; খ. মুহাম্মাদ;
   গ. ইমরান; ঘ. আসাদ।

২. ইমাম শাফিঈর পিতার নাম কী?
   ক. ইদ্রিস; খ. সুলাইমান;
   গ. ইব্রাহিম; ঘ. ইসমাঈল।

৩. ইমাম শাফিঈ জন্মগ্রহণ করেন কত সালে?
   ক. ১৪৫ হিজরী সনে; খ. ১৪৮ হিজরী সনে;
   গ. ১৫০ হিজরী সনে; ঘ. ১৫২ হিজরী সনে।

৪. ইমাম শাফিঈ জন্মগ্রহণ করেন?
   ক. গাযায়; খ. স্পেনে;
   গ. মক্কায়; ঘ. মদীনায়।

৫. পিতা মারা যাওয়ার সময় ইমাম শাফিঈর বয়স ছিলো-
   ক. ১ বছর; খ. ২ বছর;
   গ. ৩ বছর; ঘ. ৪ বছর।

৬. শাফিঈ মাযহাবের মূলনীতি-
   ক. ২টি; খ. ৩টি;
   গ. ৪টি; ঘ. ৫টি।

৭. আল-ইস্তিহসান (الاستحسان)-কে ইমাম শাফিঈ দলীল হিসেবে-
   ক. গ্রহণ করেননি; খ. করেছেন;
   গ. কখনো কখনো করেছেন; ঘ. গুরুত্ব সহকারে করেছেন।

৮. ইমাম শাফিঈর পুরাতন মাযহাব প্রচারিত হয়-
   ক. ইরানে; খ. বাগদাদে;
   গ. কুয়েতে; ঘ. কাতারে।

৯. ইমাম শাফিঈর নতুন মাযহাব প্রচারিত হয়-
   ক. মিশরে; খ. আলজিরিয়ায়;
   গ. বাগদাদে; ঘ. ইয়েমেনে।

১০. 'আল-উম্ম' কিতাবের লেখক হলেন-
   ক. ইমাম আহমাদ; খ. ইমাম আবু সাওর;
   গ. ইমাম শাফিঈ; ঘ. ইমাম মালিক।

১১. 'আল-উম্ম' কিতাবে ইমাম শাফিঈ বর্ণনা করেছেন-
   ক. তাঁর মাযহাবের মূলনীতি; খ. তাঁর নতুন মাযহাব;
   গ. তাঁর পুরাতন মাযহাব; ঘ. হানাফী মাযহাবের মূলনীতি।

১২. আল-হুজ্জাত গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ বর্ণনা করেছেন-
   ক. তাঁর মাযহাব; খ. তাঁর পুরাতন মাযহাব;
   গ. তাঁর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য; ঘ. যে সকল বিষয়কে তিনি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি তা।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয় দিন।
২. ইমাম শাফিঈর শিক্ষা জীবন লিখুন।
৩. ইমাম শাফিঈর চরিত্র সম্পর্কে লিখুন।
৪. ইমাম শাফিঈ কখন কোথায় ইন্তিকাল করেন? লিখুন।
৫. ইমাম শাফিঈর মাযহাবের মূলনীতি বর্ণনা করুন।
৬. যে সব বিষয়কে ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর মাযহাবের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেননি তা উল্লেখ করুন।
৭. ইমাম শাফিঈর নতুন মাযহাব সম্পর্কে লিখুন।
৮. ইমাম শাফিঈর পুরাতন মাযহাব সম্পর্কে লিখুন।
৯. ইমাম শাফিঈর মাযহাবের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনী বিস্তারিতভাবে লিখুন।
২. ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি-

- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
- ইমাম আহমাদের কারাজীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

জীবনের চেয়ে মরণকে বেশি স্বাগত জানায় কে? মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কে সত্য উচ্চারণ করতে পারে? কে সাহস করে বলতে পারে, মরণের সিদ্ধান্ত জমিনে নয় আসমানেই হয়ে থাকে? জেলখানার অমানবিক অত্যাচার সহ্য করেও কে হকের উপর টিকে থাকতে পারে? পারে শুধু সে ব্যক্তি যার সর্বস্ব আল্লাহ তা'লার জন্য নিবেদিত। এ জাতীয় ব্যক্তিদের প্রথম সারিতে রয়েছেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামী, সত্য সুন্দর দীন ইসলামের অতন্দ্রপ্রহরী, সত্যের পক্ষে একজন সাহসী সৈনিক, অকথ্য শারীরিক নির্যাতন আর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যখন তিনি ধুঁকে ধুঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যাত্রা করেছেন, তখনও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বাতিলের সাথে আপোস করেননি। তিনি ছিলেন এক আপোসহীন মহান সংগ্রামী ইমাম।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) সত্যের পক্ষে একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন। অকথ্য শারীরিক নির্যাতন আর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যখন তিনি ধুঁকে ধুঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যাত্রা করেছেন, তখনও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বাতিলের সাথে আপোস করেননি। তিনি ছিলেন এক আপোসহীন মহান সংগ্রামী ইমাম।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর পরিচয়

নাম: আহমাদ, উপনাম-আবু আবদুল্লাহ, পদবী আল-হুযায়লী, আল-শায়বানী, আল-বাগদাদী, পিতার নাম: মুহাম্মদ, দাদার নাম: হেলাল। তিনি হলেন আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হেলাল আল-হুযায়লী, আল-শায়বানী, আল-বাগদাদী। তবে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বর নামে সমধিক পরিচিত।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত গিয়ে তাঁর বংশ পরম্পরা পৌঁছেছে। ইমাম আহমাদ (র) আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে অতি কঠোর ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক। দুনিয়ার তথাকথিত কোন রাজা-বাদশাহকে তিনি পছন্দ করতেন না।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর জন্ম ও বাল্যকাল

১৬৪ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাস। এ মাসে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র তিন বছর পর তার পিতা ইন্তিকাল করেন। তিনি মায়ের স্নেহ-আদরে বড় হতে থাকেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। যে কোন বিষয় অতি সহজে মুখস্থ করে ফেলতেন।

ফিকহ এর চেয়ে হাদীসের প্রতি ইমাম আহমাদ বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি অসংখ্য হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। তিনি তাঁর সময়ের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর শিক্ষাজীবন

ইমাম শাফিঈ (র) বাগদাদে আগমন করেছিলেন। ইমাম আহমাদ এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি ইমাম শাফিঈর নিকট যথেষ্ট লেখাপড়া করেন। ইমাম আহমাদের জ্ঞানের গভীরতা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। ফিকহ এর চেয়ে হাদীসের প্রতি ইমাম আহমাদ বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি অসংখ্য হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। তিনি সেই সময়ের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন।

হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এবং বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন হুশাইম ইবনে বশীর ইবনে আবি খাযেম।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর কর্মজীবন

তিনি ফিকহ এবং হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের অধিকারী ছিলেন। পাঁচবার তিনি পবিত্র হজব্রত পালন করেন। এ সফরের তিনবারই ছিল পদব্রজে। এ সময় তিনি অসংখ্য মানুষকে শিক্ষাদান করেন। নিজেও বড় বড় আলিমগণ থেকে শিক্ষালাভ করেন। ইব্রাহীম হারবী তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ইমাম আহমাদের মধ্যে অগ্রজ অনুজ সকল আলিমের জ্ঞান একত্র করেছেন।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ফিকহ এবং হাদীসের বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আমি যখন বাগদাদ ত্যাগ করি তখন আহমাদ(র) বাগদাদের শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহভীরু ছিলেন।"

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "আমি যখন বাগদাদ ত্যাগ করি তখন আহমাদ বাগদাদের শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং শ্রেষ্ঠ আল্লাহভীরু ছিলেন।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর জীবনযাপন

ইমাম আহমাদ অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। রুটি এবং ছাতু ব্যতীত অন্যকিছু আহার করতেন না। রাজা-বাদশাহের উপহার তিনি গ্রহণ করতেন না। তাঁকে বহু অর্থ সম্পদ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। রাজা-বাদশাহদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখতো তারাও কোন বস্তু দিলে ইমাম আহমাদ (র) তা গ্রহণ করতেন না।

খলীফা মামুন একবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হাদীস বিশারদদের মধ্যে তিনি বেশকিছু স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করবেন। সকল আলিমই এ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেছিলেন, শুধু ইমাম আহমাদ তা গ্রহণ করেননি। এভাবে অতিকষ্টের মধ্যে তিনি জীবন নির্বাহ করতেন। তিনি দুনিয়াদারদের সাথে কখনো আপোস করেননি। তাঁর জীবন যাপনের মান দেখে অনেকেই অবাক হতেন।

কারাগারে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। খলিফা মামুন, মুতাসিম এবং মুতাওয়াক্কিলের যুগে তিনি চরম নির্যাতনের শিকার হন। এ সময়ে মুতাযিলা সম্প্রদায় খলীফাদের ছত্রছায়ায় ছিলো। তারা মনে করতো যে, পবিত্র কুরআন হলো 'মাখলুক' বা সৃষ্ট। ইমাম আহমাদ (র)-এর উপর বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করা হয় কুরআনকে 'সৃষ্ট' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। তাঁর উপর অত্যাচার করা হয়, কিন্তু তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত, তবুও একথা স্বীকার করতে রাজি নন। কেননা জীবন বাজি রাখা যায় কিন্তু আল্লাহর কুরআনকে অসম্মান করা যায় না। খলীফা মুতাসিমের যুগে দীর্ঘ ৩০ মাস তাঁকে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়।

খলিফা মামুন, মুতাসিম এবং মুতাওয়াক্কিলের যুগে কুরআনকে সৃষ্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য কারাগারে নির্মমভাবে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়। আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি কুরআনকে 'সৃষ্ট' বলে স্বীকার করেননি।

কারাগারে নির্মমভাবে তাঁর উপর বেত্রাঘাত করা হয়। আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি কুরআনকে 'সৃষ্ট' বলে স্বীকার করেননি। এতেঠ অত্যাচার ভোগ করেও ইমাম আহমাদ বাতিলের সাথে আপোস করেননি। সাহসী সৈনিকের মতো সকল বিপদ মোকাবলা করে গেছেন। অবশেষে খলীফা মুতাসিমের মৃত্যুর পর খলীফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন।

এটাই হলো মূলত দীনের সংগ্রাম, সত্যের জন্য লড়াই। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল্লাহর কুরআনের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ইমাম আহমাদ (র) সেদিন আপোস করলে দীন ইসলামের অস্তিত্ব টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়তো।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর ইন্তিকাল

২৪১ হিজরী সনের ১২ রবিউল আউয়াল শুক্রবার। এদিন সকাল বেলা বাগদাদে শোকের কালোছায়া নেমে আসে। আর এর একমাত্র কারণ ছিলো ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রা)-এর ইন্তিকাল।

তাঁর ইন্তিকালের খবর জানার পর অসংখ্য মানুষ ইমামের বাড়ীতে ভিড় করতে থাকে। যখন তাঁর কফিন কবরস্থানের দিকে নেয়া হচ্ছিল তখন লাখ লাখ নারী-পুরুষ পিছনে পিছনে চলছিলো।

ইমাম বায়হাকী বলেন,"ইমাম আহমাদের জানাযায় তের লক্ষাধিক মানুষ হাজির হয়েছিলো। জাহেলী থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অন্য কোন মানুষের জানাযায় এতো মানুষ হাজির হয়নি।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাব

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) হাদীসের পণ্ডিত ছিলেন। তাই তাঁর মাযহাবে বিশুদ্ধ হাদীসের যথেষ্ট

প্রাধান্য দেখা যায়। হাম্বলী মাযহাবের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। সেগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ-

হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতিসমূহ

ইমাম আহমাদ (র) ইমাম শাফিঈর নিকট জ্ঞানার্জন করেছেন। তাই তাঁর মাযহাবের মূলনীতিসমূহ শাফিঈ মাযহাবের কাছাকাছি। হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতিগুলো হলো:

১. আল-কুরআন (القران)
২. আস-সুন্নাহ বা হাদীস (السنة)
৩. সাহাবাদের কথা (قول الصحابى)
৪. আল-ইজমা বা ঐকমত্যে (الاجماع)
৫. আল-কিয়াস (القياس)
৬. আল-ইসতিসহাব বা প্রতিটি বিষয়ের মূল অবস্থা (الا ستصحاب)
৭. আল-মাসালিহ আল-মুরাসলা বা ব্যাপক কল্যাণমূলক চিন্তা (المصالح المرسلة)
৮. অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করণ (سد الذرائع)।

হাম্বলী মাযহাবের প্রক্রিয়া

অন্যান্য ইমামদের মতো ইমাম আহমাদ ফিকহ শাস্ত্রের কোন কিতাব রচনা করেননি। বরং তাঁর কথা, কাজ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর থেকে মাযহাবকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ইমাম আহমাদ ফিকহ শাস্ত্রের কোন কিতাব রচনা করেননি। হাদীস শাস্ত্রের এক বিশাল কিতাব সংকলন করেছেন, যার নাম-আল-মুসনাদ (المسند)। এ কিতাবের মধ্যে চল্লিশ হাজারেরও বেশি হাদীস রয়েছে। তাই তিনি তাঁর মাযহাব রচনার হাদীসের উপর বেশি নির্ভর করেছেন।

ইমাম আহমাদ(র) হাদীস শাস্ত্রের এক বিশাল কিতাব সংকলন করেছেন, যার নাম হলো আলমুসনাদ (المسند) এ কিতাবের মধ্যে চল্লিশ হাজারেরও বেশি হাদীস রয়েছে। তাই তিনি তাঁর মাযহাব রচনার হাদীসের উপর বেশি নির্ভর করেছেন।

হাম্বলী মাযহাবের সম্প্রসারণ

আরব বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় হাম্বলী মাযহাব ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের ছাত্রগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এসব ছাত্রের অন্যতম হলেন-

১. ইমাম আহমাদের বড় ছেলে সালেহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)
২. ইমাম আহমাদের অন্য এক ছেলে যার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল। (মৃত্যু ২৯০ হিজরী)
৩. আবু বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, যিনি 'আসরাম' নামে পরিচিত। (মৃত্যু ২৭৩ হিজরী)
৪. আবদুল মালিক ইবনে আব্দুল হামিদ। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)
৫. আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)
৬. হারব ইবনে ঈসমাইল আল-হানসালী। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)
৭. ইব্রাহিম ইবনে ইসহাক আল-হারবী। (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী)

তাঁদের পর যে বিখ্যাত আলিম আগমন করেন তিনি হলেন-আবু বকর আল-খাল্লাল। যিনি সমস্ত হাম্বলী ফিকহকে একত্র করেছেন। তাই তাঁকে 'হাম্বলী ফিকহের জমাকারী' বলা হয়।

হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ

হাম্বলী মাযহাবের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলো হলো-

১. ইমাম আহমাদ কুরআনের সরাসরি ও স্পষ্ট অর্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
২. বিশুদ্ধ হাদীসের উপর তিনি অধিক নির্ভরশীল।
৩. 'মুরসাল হাদীস' এবং "হাসান হাদীস' দ্বারা তিনি দলীল গ্রহণ করেছেন।
৪. দুর্বল (ضعيف) হাদীসকে তিনি কিয়াস (قياس)-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।
৫. তিনি মাওকূফ (موقوف) হাদীসকে মারফূ (مرفوع) হাদীসের মতো দলীল হিসেবে মনে

করেন।

৬. মদীনাবাসীদের কার্যাবলিকে তিনি দলীল হিসেবে মনে করতেন না।
৭. তবে তিনি 'মুনকার' হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি।
৮. হাম্বলী মাযহাবে যুক্তি তর্কের স্থান খুবই কম।

❑ পাঠোত্তর মূল্যায়ন

➤ নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

▶ সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন-

১. ইমাম আহমাদকে বন্দি করে রাখা হয়-
ক. নিজগৃহে; খ. কারাগারে;
গ. অফিসে; ঘ. কক্ষে।

২. ইমাম আহমাদের দাদার নাম-
ক. হেলাল; খ. বেলাল;
গ. কামাল; ঘ. আসাদ।

৩. ইমাম আহমাদের উপনাম-
ক. আবু মুহাম্মদ; খ. আবু আহমাদ;
গ. আবু আবদুল্লাহ; ঘ. আবু বকর।

৪. ইমাম আহমাদের জন্মের কত বছর পর তার পিতা মারা যান?
ক. ২ বছর; খ ৩ বছর;
গ. ৪ বছর; ঘ. ৫ বছর।

৫. ইমাম আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন-
ক. তেহরানে; খ. খোরাসানে;
গ. বাগদাদে; ঘ. ফিলিস্তীনে।

৬. ইমাম আহমাদ কোন ধরনের খাবার খেতেন?
ক. সাধারণ; খ. রাজকীয়;
গ. বিদেশী; ঘ. অতি উন্নত।

৭. হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি কয়টি?
ক. ৮টি; খ. ৫টি;
গ. ১০টি; ঘ. ৭টি।

৮. হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আহমাদের বিখ্যাত কিতাবের নাম-
ক. আল-জামে; খ. আল-মুসনাদ;
গ. আস-সাহীহ; ঘ. আল-মুখতাসার।

৯. ইমাম আহমাদ তাঁর মাযহাব প্রণয়নে কার দ্বারা প্রভাবিত হন-
ক. ইমাম মালিক কর্তৃক; খ. ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক;
গ. ইমাম শাফিঈ কর্তৃক; ঘ. মদীনাবাসীর আমল দ্বারা।

১০. হাম্বলী ফিকহের 'জমাকারীর' নাম-

ক. আবু বকর আবদুল্লাহ; খ. আবু বকর মুহাম্মদ;
গ. আবু বকর ইব্রাহিম; ঘ. আবু বকর আল-খাল্লাল।

১১. ইমাম আহমাদ কার শাসন আমলে নির্যাতিত হন?
ক. হারুন আর-রশিদের শাসন আমলে; খ. মুতাওয়াক্কিল এর আমলে;
গ. মুতাসিমের যুগে; ঘ. কোনটিই নয়।

১২. ইমাম আহমাদ কুরআনকে কি বলে স্বীকার করেননি?
ক. মাখলুক বলে; খ. কাদীম বলে;
গ. মানব রচিত বলে; ঘ. সব উত্তরই ঠিক।

১৩. সত্য হলে টিক চিহ্ন এবং মিথ্যা হলে ক্রস চিহ্ন দিন।
ক. ইমাম আহমাদ কারাগারে বন্দি হননি।
খ. হাম্বলী মাযহাবের প্রথম মূলনীতি কিয়াস।
গ. ইমাম আহমাদ ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব রচনা করেন।
ঘ. ইমাম আহমাদ কুরআন-হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আহমাদের পরিচয় লিখুন।
২. ইমাম আহমাদ (র)-এর জন্ম ও বাল্যকাল সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. ইমাম আহমাদ (র)-এর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪. ইমাম আহমাদ (র)-এর জীবন-যাপন সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৫. ইমাম আহমাদ (র)-এর কারাজীবন সম্পর্কে লিখুন।
৬. ইমাম আহমাদ (র)-এর মৃত্যু ও জানাযা সম্পর্কে লিখুন।
৭. ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাবের মূলনীতি কী কী? লিখুন।
৮. ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইমাম আহমাদ (র)-এর জীবনী বিস্তারিত লিখুন।
২. ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।